B.A. Education (Honours)
SEMESTER – IV

-T-10: History of Education in post Independence India.

Study Materials
by
Teacher. Namita Modak

Topic: Education Commission in post Independent India —

i) University Education Commission (1948-49)
ii) Secondary Education Commission (1952-53)
iii) Indian Education Commission (1964-66)
iv) Asoke Mitra Commission (1991-92

নারীশিক্ষা/সহশিক্ষা :

সহশিক্ষার প্রশ্নটি মেয়েদের শিক্ষা সমস্যায় আলোচনার প্রয়োজন। প্র শিক্ষক্ষেত্রে সহশিক্ষা প্রথা এদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। উচ্চ ক্ষেত্রেও সহশিক্ষায় কোনো আপত্তি ওঠেনি। মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় স্থা করে ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে সবরকম শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। কমিশনে হল, অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষা পেলে মেয়েরা প ও সমাজের প্রতি এদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। কমিশনের অভিমত হচ্ছে, সম্ভব প্রাদেশিক সরকার চাহিদা অনুযায়ী পৃথক মেয়ে-স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা যেখানে আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, সেখানে অভিভাবকদের আপত্তি না সহশিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পাঠ্যপুস্তক :

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে বলা হয়—

(১) পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মানোন্নয়নের জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পাঠ্য কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন।

(২) পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে একটি ফান্ড গঠন করা হবে। এর থেকে বিদ্যা ছাত্রদের স্কলারশিপ, বিনামূল্যে পুস্তক ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া

(৩) বিদ্যালয় কোনো শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো বিষয়ের একটিমাত্র পু পরিবর্তে সমমানের একাধিক পুস্তক মনোনীত করবে।

(৪) পাঠ্যপুস্তক কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম, সমাজ বা রাজনীতি সংক্রান্ত মত দ্বারা প্রভাবিত হবে না। অর্থাৎ পুস্তকে এমন কোনো বিষয় থাকবে না যা কো ব্যক্তিকে আঘাত করে।

(৫) খুব কম সময়ের ব্যবধানে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা চলবে না।

শিক্ষাদান পদ্ধতি :

কমিশন মনে করেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ যে শিক্ষণ পদ্ধতি অনু করেন, তা খুবই গতানুগতিক ও তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। শিক্ষার্থীর প্রবণতা এবং তার মানের প্রতিক্রিয়া (পাঠ সম্পর্কে) ইত্যাদি সব কিছু বিচার শিক্ষককে এমনভাবে পাঠ উপস্থাপিত করতে হবে যাতে পাঠ্য বিষয়বস্তু সহজ সর ওঠে, শিক্ষার্থী যাতে সহজে বুঝতে পারে। গতানুগতিক মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে ব

প্রচেষ্টার দ্বারা সক্রিয়ভাবে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা। শিক্ষার্থীদের দলগত কাজের সুযোগ প্রদান করা। গতিশীল শিক্ষাদান পদ্ধতির সাহায্যে সকলরকম মেধার ছাত্রছাত্রীদের পাঠগ্রহণে সহায়তা করা (মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে)।

চরিত্রগঠনের জন্য শিক্ষা :

শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টির জন্য স্কুলে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার জন্য দলবদ্ধভাবে খেলাধুলা ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

বিদ্যালয়ের ধর্মশিক্ষা হবে ঐচ্ছিক ও অভিরুচি অনুযায়ী। চরিত্রগঠনেও শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলবার জন্য সহপাঠ্য বিষয় বা পাঠ্য বহির্ভূত কার্যক্রমের উপর কমিশন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রতিটি স্কুলে এনসিসি (NCC) গড়ে তুলতে হবে। দেশের সামরিক প্রয়োজনে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে উচ্চ শ্রেণিতে NCC ট্রেনিং বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। ফার্স্ট এড শিক্ষা গ্রহণে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে হবে। বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি (স্কুল ম্যাগাজিন, বিতর্কসভা, খেলাধুলা, ভ্রমণ) তথা পাঠ্য বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ পাবে। নিজ নিজ দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পেলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলারক্ষার শিক্ষা লাভ করবে।

নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Guidance and Counselling) :

কমিশন শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ব্যবস্থার জন্য যেসব সুপারিশ করেন তা হল—

(১) কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা ও পরামর্শের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(২) বিভিন্ন শিক্ষাধারার ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেখাতে হবে যাতে প্রত্যেকে বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়।

(৩) প্রতি বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত গাইডেন্স অফিসার ও কেরিয়ার মাস্টার নিয়োগ করতে হবে।

(৪) নির্দেশনা ও পরামর্শদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক এবং পরামর্শদাতা শিক্ষকের যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কমিশন দেশের বিভিন্ন স্থানে পরামর্শদাতা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরামর্শও কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছেন।

কয়েকটি মাধ্যমিক স্তরের স্কুলের কলেজের কেন্দ্রে থাকবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবিধ বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সব শিক্ষা দেওয়া হবে যার সঙ্গে গ্রামের যোগসূত্র আছে।

গ্রামীণ কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পাঠক্রমে মৌলিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সার্থক সমন্বয় ঘটাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রামীণ শিল্প, অর্থনীতি, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার সুযোগ থাকবে। পাঠক্রমের প্রধান বিষয়গুলি হবে দর্শন, সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন, সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র, কৃষি ইত্যাদি। গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা ভারাক্রান্ত হবে না।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্মসূচি :

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার অন্তর্গত মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজগুলির অনুমোদন (২) সম্পূর্ণ আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, (৩) গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পাঠক্রম রচনা করা (৪) গ্রাম্য জীবনের দিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার করা হবে। (৫) গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহযোগে গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা। কমিশন উপলব্ধি করেছেন যে, বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠসূচি মাধ্যমিক সঙ্গে তুলনীয় করতে পারলে, গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে সার্থক করে তোলা সহজ হবে। আর এই প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আর্থিক ব্যয় লাঘব হবে।

অর্থ :

গ্রামীণ শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রূপ দিতে যে অর্থের প্রয়োজন, সে সম্পর্কে মাধ্যমিক ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতে সম্প্রসারিত কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি সুসংগঠিত গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবে। উপযুক্ত শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকারকে শিক্ষাখাতে বাজেটে ব্যয় বাড়াতে হবে, তার সঙ্গে সরকারকে সহায়তা করতে হবে।

কিন্তু গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ খণ্ডিত করে Rural Higher Education Committee গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গড়ার প্রস্তাব করেন। ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় উপদেষ্টা চরিত্রের National Council of Rural Higher Education। এই কাউন্সিল গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে কয়েকটি

ক্ষেত্রে Rural Institute প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। সেইভাবে সারা ভারতে ১৪টি ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়। ওই রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে, গ্রামীণ অর্থনীতি, সমবায়, গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে এইসব প্রতিষ্ঠান স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং উপাধি দেবে। কিন্তু বাস্তবে প্রচলন করা হয়েছে গ্রামীণ বিজ্ঞানের ৩ বছরের এবং গ্রামীণ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স, ২ বছরের কৃষি বিজ্ঞান, ১ বছরের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কোর্স ইত্যাদি। অনেক কষ্টে এইসব উপাধির কোনো কোনোটি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। এই ব্যবস্থায় রাধাকৃষ্ণ কমিশনের সুপারিশের রূপায়ণ হয়নি। আধুনিক এবং যান্ত্রিক কৃষি শিক্ষাও হয়নি।

সমালোচনা :

রাধাকৃষ্ণন কমিশনের প্রতিবেদনটি স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে এক ঐতিহ্যপূর্ণ তথ্যবহুল যুগান্তকারী দলিল। কমিশন উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে নব ভারত গঠনের মৌলিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষে উন্নত কৃষিবিদ্যার অনুশীলনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাকে যুক্ত করা হয়েছে কমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে। কমিশন সমস্ত দিক বিশ্লেষণ করে উচ্চশিক্ষার ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করেছেন। প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধানকল্পে সুপারিশগুলি সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে যে উপযোগী ছিল এতে কোনো সন্দেহই নেই।

তবে ধর্মশিক্ষা, নারীশিক্ষা, টোল, মাদ্রাসার উচ্চশিক্ষা বিষয়ে কমিশনের বক্তব্য খুব স্পষ্ট ছিল না।

তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাধাকৃষ্ণ কমিশন ভারতের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে।

অধ্যায় ৩

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ১৯৪৮-৪৯

University Education Commission 1948-49

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃষ্ণন শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯) :

প্রেক্ষাপট ❑ সদস্যবৃন্দ ❑ শিক্ষার উদ্দেশ্য/ শিক্ষার লক্ষ্য ❑ নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা ❑ ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করা ❑ জ্ঞানের চর্চা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে সহায়তা করা ❑ গণতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চার করা ❑ কৃষ্টির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ❑ রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশ—পরিকাঠামো—পাঠক্রম—শিক্ষার মান—পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার—ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা—শিক্ষার মাধ্যম—মূল্যায়ন—অর্থসংস্থান ❑ গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়—গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন—কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর—গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্মসূচি—অর্থ—সমালোচনা।

রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৮-৪৯)
Radhakrishnan Commission

প্রেক্ষাপট :

স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম ৫ বছরের মধ্যে যেসব সর্বভারতীয় কমিশন নিয়োগ হয় তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮-৪৯) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কমিশন শিক্ষাস্তরের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। স্বাধীনতা লাভের পর সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তিত নতুন পটভূমিতে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নতি সাধনের উপলব্ধি করেন। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। তাই এই কমিশনকে রাধাকৃষ্ণন কমিশনও বলা হয়। রাধাকৃষ্ণন কমিশন ভারতের উচ্চশিক্ষার বহু তথ্যসংগ্রহ করে উচ্চশিক্ষার ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করেন। ভারতের উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে কমিশন সামগ্রিকভাবে উচ্চশিক্ষার কাঠামো পরিবর্তন করতে বলেন। ভারত সরকারের কাছে কমিশন তার সুপারিশ পেশ করেন ১৯৪৯ সালে। ভারতের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে কমিশনের সুপারিশসমূহ একখানি মূল্যবান দলিল।

সদস্যবৃন্দ :

ড. রাধাকৃষ্ণ ছাড়া এই কমিশনের সদস্য ছিলেন ড. তারাচাঁদ, ড. জাকির হোসেন, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. আর্থার-ই-মরগান, ড. মুদালিয়র, ড. নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, জেমস এম. ডাফ, ড. টিগার্ট।

কমিশনের পক্ষে অনুসন্ধানের বিষয় হল—(১) গবেষণা এবং শিক্ষার মান, (২) পাঠক্রম এবং শিক্ষার বাহন, (৩) শিক্ষক, (৩) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর আবাসন, নিয়মানুবর্তিতা, (৫) উচ্চশিক্ষা প্রশাসন, (৬) নারীশিক্ষা, (৭) মূল্যায়ন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য/শিক্ষার লক্ষ্য [Aims of Education] :

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। সামাজিক আদর্শের সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সম্পৃক্ততা দরকার।

নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা :

স্বাধীন ভারতের রাজনীতি, প্রশাসন, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব প্রদান করবে। নেতৃত্বদানের জন্য যোগ্য ব্যক্তি সৃষ্টি হবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করা :

ভারতবর্ষের মতো দেশে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মূল্য বেশি। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মূল্যবোধ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

জ্ঞানের চর্চা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে সহায়তা করা :

বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু উন্নতি জ্ঞান চর্চাতেই হবে না। প্রয়োজনীয় নতুন জ্ঞানের উন্মোচনের ব্যবস্থা থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে। সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে উপযুক্ত বুদ্ধিজীবি শিক্ষণের কেন্দ্রও হবে বিশ্ববিদ্যালয়।

গণতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চার করা :

বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া। গণতন্ত্রের মূল কথা হল স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় হবে স্বাধীন ও স্বশাসিত। এখানে অধ্যাপকদের স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ থাকবে। সকলের শিক্ষার সমান অধিকার থাকবে। সৌভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শিক্ষার্থীকে অন্য রাষ্ট্রের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়তা করবে। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা দূরীকরণে যোগ্য মানুষ তৈরি হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে।

ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আধুনিক প্রগতির প্রতি আগ্রহ থাকা দরকার। মানসিক

উন্নতির সঙ্গে গুরু পাবে শারীরিক উন্নতি। সাধারণ শিক্ষায় মাতৃভাষাকে … গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়েই হবে ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব… প্রতিষ্ঠান এবং রক্ষক।

কৃষ্টির সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন :

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জ্ঞানের সংরক্ষণ ও প্রসারের কাজ হবে বিশ্ববিদ্যা… বিশ্ববিদ্যালয়ই সভ্যতার বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে … সমকালীন বৌদ্ধিক ও নৈতিক জ্ঞান সঞ্চারণ হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ…

রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশ
(Recommendation of Radhakrishnan Commission)

পরিকাঠামো [Structure] :

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনার ব্যাপারে এবং … পরিচালন কাঠামো কীরূপ হবে, সে বিষয়ে কিছু সুপারিশ করেন। কমিশন … বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়েই গ্রহণ কর… বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শুধুমাত্র অনুমোদনধর্মী হবে না। সরকারি কলেজগুলিকে ধীরে ধী… বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী কলেজে রূপান্তরিত করতে হবে। অনুমোদিত কলেজগুলি… সুযোগসুবিধা দিয়ে ধীরে ধীরে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে, যাতে তারা ক্রমে … একক বিশ্ববিদ্যালয় বা যৌথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বি… বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করবেন এবং তাদের শিক্ষাগত মান … রাখার জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম পরিচালনার জন্য এ… সুসংগঠিত কাঠামো থাকবে। এই কাঠামোতে থাকবে যেমন—(১) পরিদ… (২) আচার্য, (৩) উপাচার্য, (৩) কোর্ট বা সেনেট, (৫) সিন্ডিকেট বা এক্সিকিউটি… কাউন্সিল, (৬) একাডেমিক কাউন্সিল, (৭) ফ্যাকাল্টিজ, (৮) বোর্ড-অফ-স্টাডিজ, (… অর্থ কমিটি, (১০) নির্বাচন কমিটি।

পাঠক্রম [Curriculum] :

কমিটি সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা বলেছেন।

- **সাধারণ শিক্ষা :** ১২ বছর বিদ্যালয় বা সমতুল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের প… শিক্ষার্থীরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বা বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পার…

পাস ও অনার্স উভয় শ্রেণির জন্য ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স থাকবে। পাস কোর্সের ছাত্র দু-বছর পর এবং অনার্স কোর্সের ছাত্র ১ বছর পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করবে। কিন্তু ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাই দুর্বলতম সংযোগ পর্যায়। সেজন্যই মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথম ডিগ্রি কোর্সে পাঠ্য থাকা উচিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাষা (সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষা) ইংরেজি এবং মাতৃভাষা অথবা একটি প্রাচীন ভাষা, মানবিকী বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং জীবন বিজ্ঞান।

স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠক্রম আলোচনা করতে গিয়ে কমিশন স্মরণ করেছেন হোয়াইট হেডের কথা, একটি প্রগতিশীল সমাজ ৩ ধরনের মানুষের উপর নির্ভর করে—বিদ্বান, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক।

- **বৃত্তিমূলক শিক্ষা :** কমিশন পেশাগত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। পেশাগত মনোভাব নিয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজের প্রস্তুতিতেই পেশাগত শিক্ষা বলা হয়েছে। মোট ৬ টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।
- **কৃষি :** কৃষি শিক্ষাকে কার্যকারী করার জন্য নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। কৃষি উন্নতির জন্য গবেষণাগার ও কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- **বাণিজ্য :** বাণিজ্যের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ফার্মে হাতেকলমে কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। বাণিজ্য স্নাতক হবার পর শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট কোনো বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। এমকম (MCom) পাঠক্রম হবে ব্যবহারিক।
- **শিক্ষাতত্ত্ব :** শিক্ষাবিজ্ঞানের পাঠক্রমে পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষার তাত্ত্বিক বিষয়গুলি হবে নমনীয় এবং আঞ্চলিক পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। ব্যবহারিক শিক্ষণ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। অধ্যাপকদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- **ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান :** ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার উন্নতির জন্য উন্নত মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। ছাত্ররা যাতে হাতেকলমে কারখানার কাজ শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। চলতি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরি কলেজগুলির উন্নতি দরকার। ফোরম্যান, ক্রাফটম্যান, ওভারসিয়ার তৈরির জন্য আরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কারিগরি ফ্যাকাল্টি থাকবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে গণতান্ত্রিক নাগরিকতার জন্য শক্তিশালী সাধারণ ভি
যার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থী কমিশন কিংবা উচ্চতর শিক্ষায় কিংবা নানাবিধ বৃ
কারিগরির বিশেষ শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর :

(১) উচ্চপ্রাথমিক স্তরের বিষয়গুলি নিম্নমাধ্যমিক স্তরে আরও গভীরভাবে প
হবে।

(২) পাঠক্রমে থাকবে ৩ টি ভাষা—মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রীয়
সহযোগী রাষ্ট্রীয় ভাষা বা অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা।

(৩) গণিত ও বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পদার্থবিদ্যা, র
প্রাণীবিদ্যা এবং ভূমিবিজ্ঞান হবে আবশ্যিক পাঠ্য।

(৪) ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান আলাদা আলাদাভাবে পড়ানো হবে।

(৫) শারীরশিক্ষা, কলা ও নৈতিক শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৬) সমাজসেবার জন্য এই স্তরে উন্নয়নমূলক কর্ম বাধ্যতামূলক।

(৭) নিম্নমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে বিশেষীকরণের সুযোগ থাকবে না। পাঠক্র
অভিন্ন সাধারণ চরিত্রের।

(৮) দশম শ্রেণির সাধারণ পাঠ সমাপ্তির পর হবে সাধারণ বহিঃ পরীক্ষা।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম :

(১) ৩টি ভাষা—অহিন্দি ভাষা অঞ্চলে—(ক) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক
(খ) হিন্দি ও (গ) ইংরেজি।

হিন্দি ভাষা অঞ্চলে—(ক) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা (হিন্দি বা ইং
(খ) হিন্দি (যদি প্রথম ভাষা ইংরেজি হয়, বা ইংরেজি (যদি প্রথম ভাষা হিন্দি
(২) গণিত, (৩) বিজ্ঞান (ভৌতবিজ্ঞান ও জীবন বিজ্ঞান), (৪) ইতিহাস, ভূ
সমাজবিদ্যা, (৫) চারুশিল্প, (৬) কর্মঅভিজ্ঞতা, (৭) সমাজসেবা, (৮) শারীরশি
(৯) আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা।

উচ্চমাধ্যমিক স্তর :

(১) পূর্বের সাধারণধর্মী শিক্ষাকে দৃঢ়তর ও প্রসারিত করা এবং ঐচ্ছিক পাঠের
বিশেষীকরণের সূচনা করাই হবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের দু-বছরের শিক্ষার উ

(২) এই স্তরের পাঠক্রমে থাকবে ২টি ভাষা ও ৩টি ঐচ্ছিক বিষয়।

(৩) ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নমনীয়তা থাকবে। মিশ্র বিষয় নেওয়া

(৪) কৃষিবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে স্থান দিতে হবে।

(৫) মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম থাকবে না। তবে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সংগীত, কলা প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয় পাঠের সুযোগ থাকবে।

(৬) সমাজসেবার জন্য থাকবে শ্রম ও সমাজসেবা শিবির।

(৭) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ২ বছরের শিক্ষান্তে বহিঃপরীক্ষা হবে। শংসাপত্র দেবে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

(৮) নিম্নমাধ্যমিক উত্তীর্ণ সব শিক্ষার্থীই সাধারণ শিক্ষা পাবে না। আশা করা হয় ৫০% শিক্ষার্থী বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণ করবে।

(৯) বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা হবে কলকারখানার আংশিক সময়ে, পলিটেকনিকে পূর্ণ সময়ে এবং আই-আই-টিতে স্যান্ডউইচ কোর্সের মাধ্যমে।

(১০) কৃষি পলিটেকনিক স্থাপন করা হবে। জনস্বাস্থ্য, বাণিজ্য, কুটিরশিল্প, প্রশাসন প্রভৃতির জন্য ৩ বছরের সার্টিফিকেট কিংবা ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম (একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণি) :

(১) যে-কোনো দুটি ভাষা—আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের, বিদেশি ভাষাসমূহের এবং প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে যে-কোনো দুটি।

(২) নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি থেকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে যে-কোনো ৩টি বিষয়—একটি অতিরিক্ত ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, মনোবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, চারুশিল্প, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

(৩) কর্ম-অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবা।

(৪) শারীরশিক্ষা।

(৫) চারু শিল্প বা হস্ত শিল্প।

(৬) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম থাকবে না। তবে গৃহবিজ্ঞান, সংগীত, কলা প্রভৃতি হবে ঐচ্ছিক বিষয়।

উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ :

কোঠারি কমিশন উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন—কমিশন (ক) উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য প্রসঙ্গে বলেছেন—(১) জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে নিশ্চিত করা, (২) বয়স্ক শিক্ষা আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং পত্রযোগে শিক্ষার প্রবর্তন করা, (৩) স্কুলশিক্ষার শিক্ষামান উন্নয়নে সাহায্য করা, (৪) শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা দুটি স্তরে বিভক্ত থাকবে। (ক) নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদি স্তর হবে ৩ বছরের জন্য এবং (খ) উচ্চমাধ্যমিক স্তর হবে ৪ বছরের জন্য অর্থাৎ কমিশনের প্রস্তাব ছিল মোট ১২ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা। কিন্তু পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের আর্থিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করে কমিশন ১২ বছরের পরিবর্তে ১১ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার সুপারিশ করে।

I + II + III + IV + V	= ৫ বছরের প্রাথমিক বা নিম্নবুনিয়াদি শিক্ষা।
VI + VII + VIII	= ৩ বছরের নিম্নমাধ্যমিক বা উচ্চবুনিয়াদি শিক্ষা।
IX + X + XI	= ৩ বছরের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা।
	১১ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা।

(৩) ইন্টারমিডিয়েট কোর্স বিলোপ করে এই কোর্সের ১ বছর উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যুক্ত হবে এবং অপর ১টি বছর যুক্ত হবে ডিগ্রি কোর্সের সঙ্গে।

(৪) ডিগ্রি কোর্সের সময়কাল হবে ৩ বছরের।

(৫) যারা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করবে তাদেরকে এক বছর প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স অধ্যয়ন করে তবে ডিগ্রি কোর্স পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

(৬) শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা, রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(৭) যারা উচ্চতর মাধ্যমিক অথবা প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স শেষ করবে তারাই পেশাগত শিক্ষার কলেজে ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

(৮) বৃত্তিশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১ বছরের প্রাক্‌বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করতে হবে।

(৯) বহুমুখী বিদ্যালয়ের কোর্স শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার সুযোগ পায় তার জন্য পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

(১০) প্রতিটি রাজ্য সরকারকে গ্রামীণ বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম [Curriculum] :

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করেন যে, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম হবে সকল শিশুর জন্য অভিন্ন। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম রচিত হবে বিশেষীকরণের দিকে লক্ষ রেখে।

উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম বৃত্তি এবং সমাজ উভয়ের প্রয়োজন মেটাবে। সামাজিক সংহতির উদ্দেশ্যে সকলের জন্য আবশ্যিক পাঠকে নিয়ে গঠিত হবে 'Core' এবং ব্যক্তির

প্রবণতা অনুসারে বিশেষ পড়ার জন্য থাকবে 'Periphery' অর্থাৎ ঐচ্ছিক পাঠ্যবস্তু। ঐচ্ছিক বিষয় থেকে শিক্ষার্থী যে-কোনো একটি বিষয় বেছে নিতে পারে। সমাজে প্রচলিত কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে কমিশন ঐচ্ছিক পাঠক্রমকে ৭টি প্রবাহে ভাগ করেন। এইগুলি হল— মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃষি, বাণিজ্য, গৃহবিজ্ঞান এবং চারুকলা। প্রতিটি প্রবাহে থাকবে কয়েকটি পাঠ্য বিষয়। এর মধ্য থেকে ছাত্ররা বিষয় বেছে নেবে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (৮ম শ্রেণি পর্যন্ত) যে বিষয়গুলির সুপারিশ করা হয় সেগুলি হল—(১) মাতৃভাষা, হিন্দি ও ইংরেজি, (২) সমাজবিদ্যা, (৩) সাধারণ বিজ্ঞান, (৪) অঙ্ক, (৫) শিল্প ও সংগীত, (৬) হাতের কাজ, (৭) শারীরশিক্ষা।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয়গুলি হল—(১) তিনটি ভাষা (মাতৃভাষা, হিন্দি ও ইংরেজি), (২) সমাজবিদ্যা, (৩) সাধারণ বিজ্ঞান, (৪) অঙ্ক ও (৫) হস্তশিল্প।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়গুলি হল—(১) মানবিক বিদ্যা, (২) বিজ্ঞান, (৩) কারিগরি বিদ্যা, (৪) বাণিজ্য, (৫) কৃষিবিদ্যা, (৬) চারুকলা ও (৭) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের প্রথম দু-বছর (নবম ও দশম শ্রেণি) 'কোর' বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে, অর্থাৎ বিশেষীকরণ হবে না। শেষের দু-বছরে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) ঐচ্ছিক বিষয়ের গুরুত্ব বাড়িয়ে বিশেষীকরণ শুরু হবে।

কমিশন সুচিন্তিতভাবে সমস্ত দিক বিচার ও বিবেচনা করার পর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমটি নির্ধারণ করলেও পাঠক্রম সম্পর্কে এটিই যে শেষ কথা নয়, সে বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই কমিশন বলেছেন, এই পাঠক্রমকে যেন একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত মনে করা না হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে এই পাঠক্রমেরও পরিবর্তন করতে হবে। যাঁদের উপর এই পাঠক্রম প্রয়োগ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে, তাঁদের প্রয়োগ কুশলতার উপর এর সাফল্য নির্ভর করছে—এই বলে কমিশন শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে সচেতন করে দিয়েছেন।

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার [Examination Reform] :

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করেছেন—

- কমিশন বারবার বহিঃ পরীক্ষার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন এবং বহিঃ পরীক্ষা কমিয়ে দেবার পক্ষপাতিত্ব জ্ঞাপন করেছেন।
- কমিশন বলেছেন, বহিঃ পরীক্ষা কমিয়ে দিয়ে রচনাধর্মী পরীক্ষার পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রচলন করতে হবে।
- প্রশ্নপত্রের ধরনও নতুন করতে হবে।

প্রশাসন বিদ্যালয় পরিচালনা ঃ

সুপরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষার বিস্তৃতির জন্য কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি পে[illegible] করেন—

(১) মাধ্যমিক শিক্ষার রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করবে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ, যা[illegible] সদস্য সংখ্যা হবে অনধিক ২৫ জন। মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা এর সভাপতি হবে[illegible]

(২) পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতিটি রাজ্যে রাজ্য শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে।

(৩) বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে পরিদ[illegible] নিযুক্ত করতে হবে।

(৪) কোনো শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০–৪০-এর বেশি হবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা[illegible] সংখ্যা ৫০০–৭৫০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

(৫) প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ৬ দিন পড়াশোনা হবে।

(৬) প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি পরিচালনা সমিতি থাকবে।

(৭) মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যালোচনা ও নীতি নির্ধারণের জন্য প্রতিটি রাজ্যে এ[illegible] মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ থাকবে।

অর্থসংস্থান ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার আর্থিক সংস্থানের ব্যাপারেও কিছু গুরুত্ব[illegible] পরামর্শ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পারস্পরিক সহযোগি[illegible] উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিশন বলেছেন, মাধ্যমিক শিক্ষার পরি[illegible] সম্প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত এবং প্রয়োজনী[illegible] অর্থের ব্যবস্থা করা উচিত। কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার জন্য **শিল্প-শিক্ষা-কর** নামে এক[illegible] কর (Tax) প্রবর্তন করা যেতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আয়[illegible] একটি অংশ কারিগরি শিক্ষার জন্য পৃথক করে রাখা উচিত। বিদ্যালয়ের আর্থিক ভা[illegible] লাঘব করার জন্য বিদ্যালয় ভবন ও তাদের জমির ওপর কর রেহাই করা উচিত।

সমালোচনা ঃ

মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশগুলি তদানীন্তন শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দে[illegible] গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন মাল্টিপারপাস বা সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে পরিকল্পনা করে শিক্ষার্থী[illegible] আগ্রহ, রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়েছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা[illegible]

শুধুমাত্র পরবর্তী শিক্ষা স্তরে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসাবে না দেখে কমিশন একে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা হিসাবে বিবেচনা করেছেন, এটা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কৃষি, বাণিজ্য, যন্ত্রশিল্প শিক্ষার সুপারিশ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছিল।

কিন্তু আদর্শগত বিচারে কমিশনের সুপারিশগুলি সুষ্ঠু হলেও ব্যবহারিক বিচারে কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ ছিল—

(১) সুপারিশগুলির মধ্যে সমস্যাসমাধানের উপায়গুলি ছিল অতি সাধারণ ধরনের।

(২) বহুমুখী পাঠক্রমের জন্য যে অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন, ল্যাবটেরি, লাইব্রেরি অত্যন্ত জরুরি একথা কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে যে এটা অসম্ভব ছিল তা স্বীকার করা হয়নি।

(৩) অতি দ্রুত বিশেষীকরণের ফলে অষ্টম শ্রেণি পাশ করা শিক্ষার্থীরা নিজস্ব চাহিদা ও ক্ষমতা অনুধাবনের যোগ্যতা অর্জনের পূর্বেই অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য হয়।

(৪) কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষা-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে বিশাল সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক প্রয়োজন ছিল তা জোগানোর কোনো সুস্পষ্ট সুপারিশ কমিশন করেননি।

যা হোক, মুদালিয়ার কমিশনের সুসংহত রিপোর্ট স্বাধীন ভারতে পরবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ণে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

---

(৮) প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করে টিউটোরিয়াল ক্লাসের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা হয়। কমিশন প্রাইভেট টিউশনের ব্যাপারে কঠোর কড়া আইন সমালোচনা করেছে।

(৯) শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বার্ষিক ক্যালেন্ডার স্থির করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ছুটি ক্যালেন্ডারে দিতে হবে। নির্দিষ্ট ছুটির দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন পঠনপাঠন বন্ধ করা যাবে না। বছরে অন্ততপক্ষে ২২০ দিন পড়াশোনা চালু রাখতে হবে।

(১০) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে প্রতি জেলায় School Service Board গঠন করা যেতে পারে।

(১১) বিদ্যালয়ে শিক্ষার Social Service-কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(১২) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলি এমন হওয়া উচিত যাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট করে এবং যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পারে।

(১৩) প্রত্যেক নতুন বিদ্যালয়ের Reading room সহ পাঠাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই পাঠাগারে একজন লাইব্রেরিয়ান থাকা দরকার।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইনে বৃদ্ধি ঃ

মাইনে সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাইনে দেওয়া হবে না, যেমনি থাকুক, এটা সরকারের প্রতিশ্রুতি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র প্রতি মাসে ৫০ থেকে ৭৫ টাকা পর্যন্ত মাইনে ধার্য হোক। ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের মাইনে মাসে ২৫০ টাকা। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর ৩০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া উচিত। কমিশন উন্নয়ন খাতে বা অন্যান্য খাতে জন্য ফি বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন। শহরাঞ্চলে বার্ষিক উন্নয়ন ফি ৫০০ টাকা ও গ্রামাঞ্চলে ২৫০ টাকা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা কর ঃ

কমিশন শহর ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা কর চালু করার সুপারিশ করেছেন। গ্রামাঞ্চলে যাদের ৫ একরের বেশি জমি আছে বা যাদের বার্ষিক আয় ১০ হাজার টাকার বেশি তাদের উপর এই কর বসানো হবে। এই কর মাসে ১০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। শহরাঞ্চলের ব্যবসার বাইরে কোনো সংস্থার বার্ষিক মোট ব্যবসার পরিমাণ ১০ লাখ টাকা, তাদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা কর ৫০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বৃত্তি করের প্রেক্ষিতে পেশাদারদের উপর বৃত্তিকর বসানোর প্রস্তাব কমিশন দিয়েছেন।

সকলের জন্য শিক্ষা ঃ

শিক্ষার সামগ্রিক প্রসারে কমিশন স্কুলকলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রম

সংস্থাগুলি কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। এ ছাড়া অর্থনৈতিক অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার সহজ প্রসারের উপর কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গ্রন্থাগার প্রসারে কমিশন গ্রন্থাগার প্রসার ও উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন।

স্কুলজোট ঃ

শিক্ষকের অভাব ও পরিকাঠামোগত সমস্যাসমাধানের জন্য কোনো অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী স্কুলগুলিকে একত্র করে স্কুল-জোট গঠন করার প্রস্তাব কমিশন দিয়েছেন। কমিশন বলেছেন—কোনো কলেজ ছাত্র বা শিক্ষকের অভাবে না চললে সেটিকে কোনো উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। অনার্স বিষয়ে পড়ানোর ও গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য একাধিক নিকটবর্তী কলেজের গুচ্ছ গঠন করে গ্রন্থাগার ও গবেষণার যন্ত্রপাতি আদানপ্রদান করা যেতে পারে।

শিক্ষায় স্বশাসন ঃ

মিত্র কমিশন সরকারকে বলেছেন, পাঠক্রমের উন্নতির জন্য বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনকে মেনে নেওয়া হোক। যেমন—প্রেসিডেন্সি কলেজের স্বশাসন দাবি/ শিবপুর বি ই কলেজের স্বশাসন দাবি।

কলেজের শিক্ষক ঃ

কলেজের শিক্ষক সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করেছেন, শিক্ষকদের মূল্যায়ন করতে হবে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—(১) শিক্ষকের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, (২) কলেজের অধ্যক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি, (৩) ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি। এই মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে অধ্যাপকদের প্রোমোশন, ইনক্রিমেন্ট স্কিম চালু করতে হবে। কলেজের শিক্ষকরা যাতে প্রতিদিন কলেজে আসেন এবং কাজের দিন যাতে অফ ডে না নেন, তার জন্য তাঁদের অনুরোধ করা হবে। শিক্ষকদের হাজিরা খাতায় সই আবশ্যিক করতে হবে।

- সমস্ত স্তরে শিক্ষকদের ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণের বিষয়ে রাজ্য সরকারকে নীতিগতভাবে ঘোষণা করতে হবে এবং কঠোরভাবে সেটি বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- রাজ্যের যে-কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব শীঘ্রই করেসপন্ডেন্স কোর্স চালু করতে হবে।
- নতুন করে কলেজের সংখ্যা না বাড়িয়ে বর্তমানে যে সমস্ত কলেজ রয়েছে সেগুলির উন্নয়নে সরকারকে মনোনিবেশ করতে হবে।
- রাজ্যের আইটিআই এবং পলিটেকনিক কলেজগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

জন্য শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন একান্তভাবে প্রয়োজন। কারণ, জ্ঞান ও সর্বো ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। শি প্রসার ও শিক্ষার মানের উন্নতির সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরের একদল বুদ্ধিজীবি সম্প্র সৃষ্টি হবে, যাদের আনুগত্য, বিশ্বাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ভারতের মাটিকে অস্ত্র গ গড়ে উঠবে। দেশের শিক্ষিত নাগরিকগণ যাতে আধুনিক সমাজের উপযোগী হয়ে উ পারে এবং ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণে সহায়তা করতে পারে, সেই উপা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

চারিত্রিক বিকাশ ঃ

ছাত্রছাত্রীদের চারিত্রিক বিকাশ ঘটানোও শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ছাত্রছাত্রীরা য শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়, তাদের ব্যক্তিত্বে যাতে মমত্ববোধ জাগ্রত হয়, তাদের মধ্যে ব্যক্তি বিকাশ এমনভাবে ঘটবে যাতে তারা সমাজের কল্যাণে সহায়তা করে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ঃ

শিক্ষার মধ্য দিয়ে মৌলিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিকাশের প্র করতে হবে। বিজ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে এক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হবে যা আমাদের অসাম্প্রদায়িক ও উদার মনোভাবাপন্ন করে তুলবে।

শিক্ষা কাঠামো [Structure] ঃ

শিক্ষা কমিশন তাদের প্রতিবেদনে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যে-কোনো দেশের শিক্ষার মান নির্ভর করে মূলত ৪টি বিষয়ের উপর। শিক্ষার মান নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(১) সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোর অন্তর্গত স্তরের সংখ্যা এবং স্তরগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, (২) মোট শিক্ষাকাল এবং প্রত্যেকটি স্তরের জন্য নি শিক্ষাকাল, (৩) শিক্ষার আনুষঙ্গিক অন্যান্য অত্যাবশ্যক সহায়ক উপাদান যেমন— শিক্ষক, শিক্ষণ পদ্ধতি, পাঠক্রম, মূল্যায়ন ব্যবস্থা ইত্যাদি, (৪) প্রাপ্ত সুযোগসুবিধার ব্যবহার। শিক্ষার মানের এই নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পর নির্ভরশীল।

শিক্ষা কমিশন সারা দেশের জন্য বিদ্যালয় স্তরের জন্য যে শিক্ষার কাঠামো সুপা করেছেন তা হল নিম্নরূপ—

(১) শিশুর প্রথম শিক্ষার স্তরকে বলা হয় প্রাক্‌প্রাথমিক শিক্ষা। ১–৩ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা। এ শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে না, তবে এজন্য সরকারি উৎসা সাহায্য দেওয়া হবে।

(২) ৭ বা ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা। পুরো ৬ বৎসর বয়সে নিয়মিত স্কুলের শি আরম্ভ হবে। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষার

৫ বছরের নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা (Lower Primary) এবং ২ বা ৩ বছরের উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষা (Higher Primary)। সম্পূর্ণ প্রাথমিক স্তরটিকে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক এবং সর্বজনীন করা হলে সংবিধানের নির্দেশ পালিত হবে।

(৩) প্রাথমিকোত্তর স্তরে থাকবে ১ থেকে ৩ বছরের বৃত্তিশিক্ষা কিংবা ২ বা ৩ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা। এই স্তরের ২০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ ১০ বছরের শিক্ষার শেষে হবে প্রথম সাধারণ পরীক্ষা। দশ বছর ব্যাপী এই শিক্ষা হবে সাধারণ শিক্ষা, কোনো বিশেষীকরণ থাকবে না।

(৪) ২ বছরের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা অথবা ১ বছর থেকে ৩ বছরের বৃত্তিশিক্ষা। শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্রকেই বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হবে।

(৫) কমিশন বলেছেন, নবম ও দশম শ্রেণি অথবা অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণি শিক্ষা হবে, নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের অন্তর্গত। অন্যদিকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা হবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের অন্তর্গত।

(৬) উচ্চশিক্ষার স্তরে ৩ বছরের বা তার চেয়ে বেশি সময়ের শিক্ষান্তে প্রথম ডিগ্রি লাভের শিক্ষা। ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বছরের শিক্ষা শেষে বিশেষ নির্বাচিত কয়েকটি কলেজে কয়েকটি বিষয়ে ৩ বছরের বিশেষ ডিগ্রি কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে (অর্থাৎ প্রথম ডিগ্রি (Special) পেতে হলে ৪ বছর পড়তে হবে)।

(৭) দ্বিতীয় ডিগ্রি লাভের জন্য শিক্ষাকাল ভিন্নতর হবে।

(৮) সার্বিক শিক্ষা কাঠামোটি হবে ১০ + ২ + ৩ + ২।

কমিশনের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ ঃ

(১) দুটি পর্যায়ে বিভক্ত ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরে বহিঃপরীক্ষা বাতিল করা এবং প্রাথমিক শিক্ষা ও বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য কমিশন পরিষ্কার মন্তব্য করেছেন যে, সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরেই কর্মকেন্দ্রিকতা পরিব্যাপ্ত হলে কোনো একটি বিশেষ ধরনের স্কুল কিংবা শিক্ষা পদ্ধতিকে 'বুনিয়াদি'রূপে আখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

(২) মাধ্যমিক স্তরে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ পাঠক্রম এবং কেবল একাদশ বর্ষে বিশেষীকরণের সূচনার কথাও গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরে 'প্রবাহ' ব্যবস্থার অবসান এবং ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনে ছাত্রদের অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। দশম শ্রেণির পরে প্রথম সাধারণ পরীক্ষা।

(৩) উচ্চশিক্ষার স্তরে সুপারিশের মূল কথা মানোন্নয়ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বন্ধেও কমিশন উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেছেন। অবশ্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ হল University Centre, Advanced Centre এবং Major University সম্পর্কীয় সুপারিশ।

- পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা নির্ভরযোগ্য
তুলতে হবে।
- শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ণয়কল্পে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য পৃথক স্কুল
রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্কুল রেকর্ড এবং আন্তঃ পরীক্ষাতে শিক্ষা
ব্যক্তিগত শিক্ষা পরিমাপ নিবৃপিত হবে। চূড়ান্ত ফলাফলের উপর নির্ভর
করা হবে।
- বহিঃ পরীক্ষা ও আন্তঃ পরীক্ষা সম্পর্কে স্কুল রেকর্ড সংখ্যার পরিবর্তে প্রতীক
মার্কের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। স্কুল রেকর্ডে সাংখ্যমানের পরিবর্তে A B C
ইত্যাদি প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে গ্রেডিং ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।
- মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শেষে একটি মাত্র বহিঃ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।
- কমিশন বলেছেন, মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের পরিসমাপ্তিতে একটিমাত্র পরী
গ্রহণের (Public Examination) ব্যবস্থা থাকবে। কম্পার্টমেন্টাল পরী
গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।
- কমিশন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপর বেশি জোর দিয়েছেন। জীবনের সর্বা
বিকাশ বলতে শুধুমাত্র পুথিগত বিদ্যা আর মুখস্থ করে পাশ করাই বোঝা
স্কুল রেকর্ড কার্ডে শিক্ষার্থীর সব দিকের উন্নতির বিচার করা সম্ভব।
- পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন খুবই জরুরি। রচনাধর্মী প্রশ্নের পরীক্ষা পদ্ধ
পরিবর্তে বহুনিষ্ঠ তথা নৈর্ব্যক্তিক (Objective) প্রশ্নপত্রের পরীক্ষা পদ্ধতির
জোর দিলে মুখস্থ করে পাশ করবার উৎসাহ কমে যাবে। নোটভিত্তিক পড়া
কমবে। শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান বাড়বে।

কারিগরি শিক্ষা :

(১) বহুমুখী বিদ্যালয়ের সঙ্গে অধিক সংখ্যক কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে
(২) বড়ো বড়ো শিল্প কেন্দ্রগুলির পাশাপাশি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন
শিক্ষার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
(৩) বড়ো বড়ো শহরে কেন্দ্রীয় কারিগরি স্কুল স্থাপন করতে হবে।
(৪) মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শিক্ষার পাঠক্রম প্রযুক্তিতে নিখিল ভারত কারিগরি
সংস্থার সহায়তা নিতে হবে।

ভাষাশিক্ষা :

কমিশন মাধ্যমিক স্তরের সর্বভারতীয় ভাষা সমস্যার ক্ষেত্রে যে সুপারিশ করেছেন তা হল-

(১) ভারতের সর্বত্র মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা।
(২) নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে অন্তত দুটি ভাষা শিখতে হবে। নিম্ন বুনিয়াদি স্তরের পর ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা শিখবে। কিন্তু এক বছরে দুটি ভাষা শেখানো যাবে না।
(৩) উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে অন্তত দুটি ভাষা পাঠ্য হবে। এর মধ্যে একটি হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।

পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ৩টি ভাষা (আঞ্চলিক বা মাতৃভাষা, ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষা) শিক্ষা করতে হবে।

শারীরশিক্ষা :

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্য তাদের দৈহিক বিকাশের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কমিশন বলেছেন, প্রত্যেক রাজ্যেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তা ছাড়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শরীর শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ সুস্থ সবল নাগরিক গড়ে তোলা আমাদের জাতীয় উন্নয়নের দিক থেকে একান্তভাবে প্রয়োজন। কমিশন বলেছেন, এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে এক একটি করে শারীরশিক্ষা-শিক্ষণ সংস্থা গঠন করা উচিত।

শিক্ষকের উন্নতি :

কমিশন শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি পেশ করেন।

(১) শিক্ষক নিয়োগের নীতি সর্বক্ষেত্রে একই রকম হবে।
(২) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পরীক্ষাধীন সময় হবে ১ বছর।
(৩) শিক্ষকদের জন্য পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, জীবনবিমা প্রভৃতি ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
(৪) শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স হবে ৬০ বছর।
(৫) শিক্ষকদের সন্তান-সন্ততিরা বিনা বেতনে শিক্ষালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে।
(৬) মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণকাল হবে ২ বছর এবং স্নাতক উত্তীর্ণ শিক্ষকদের জন্য এই সময়কাল হবে ১ বছর।

পাশ করেছে তার উল্লেখ করা হবে। সমস্ত পরীক্ষায় সে পাশ কী ফেল করেছে, সে সম্প কোনো মন্তব্য থাকবে না। বোর্ডের দেওয়া অভিজ্ঞান পত্রের সঙ্গে অবশ্য প্রতি বি শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ও গ্রেডের কথা উল্লেখ থাকবে। যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ইচ্ছা কর শিক্ষার্থী সমগ্র পরীক্ষায় বা পৃথকভাবে অকৃতকার্য বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।

স্টেট বোর্ড অফ এডুকেশন কমিটি :

কমিশন মনে করেন, কতকগুলি নির্বাচিত বিদ্যালয়কে নিজেদের শিক্ষার্থীদের দ শ্রেণির পাঠ শেষে ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণের অধিকার প্রদান করা উচিত। তবে এ পরীক্ষাকে স্টেট বোর্ড অব এডুকেশন কর্তৃক গৃহীত বহির্বিভাগীয় পরীক্ষার সমতুল গণ্য করতে হবে। বিদ্যালয়ের সুপারিশ অনুসারে সকল পরীক্ষার্থীর সার্টিফিকেট দে স্টেট বোর্ড অব এডুকেশন। এই ধরনের বিদ্যালয় নির্বাচন করবার জন্য স্টেট বোর্ড অ এডুকেশন একটি কমিটি নিয়োগ করবেন—যার কাজ হবে বিদ্যালয় নির্বাচনের শর্ত নির্ধারণ করা। এই বিদ্যালয়গুলিকে পাঠক্রম রচনা, পাঠ্যপুস্তক পরিকল্পনা এবং শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনার অনুমোদন দিতে হবে এবং এসবের উপর বহির্বিভাগীয় কো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় মূল্যায়ন :

কোঠারি কমিশন মনে করেন বহিঃপরীক্ষায় যেসব তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় ন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় তার মূল্যায়ন হবে। এই মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে অনেক বেশি ব্যা করতে হবে। শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারাকে সব দিক থেকে বুঝতে হলে অভ্যন্ত মূল্যায়ন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হয়। শুধুমাত্র সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য কৃতি বিচার করা ছাড়াও এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নে যেন সাহায্য কর

অভ্যন্তরীণ মূল্য বিচার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দুর্বল স্কুলগুলি অনেক সময় অতিরি নম্বর দিয়ে থাকে। এজন্য কেউ কেউ এ ব্যবস্থা বাতিল করে দিতে বলেছেন। কি কমিশন তাদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। অভ্যন্তরীণ মূল্য বিচারের যথেষ্ট প্রয়ো আছে এবং এর ওপর বেশ জোর দিতে হবে।

বিদ্যালয়ে যে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে তারও উৎকর্ষ বিধান করা হবে। বহিঃপরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মূল্য বিচার এক করে ফেললে হবে না, কার দু-জায়গায় মূল্যায়নের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য ঠিক এক রকম নয়। তাই দুটি পরীক্ষার সার্টিফিকেট আলাদা আলাদা করে দেখানো হবে।

অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিদর্শকরা গিয়ে দেখবেন এবং বহিঃপরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের হার তুলনা করে দেখা হবে। যেসব বিদ্যালয় অতিরি

নম্বর দেওয়ার দোষে দোষী বলে সাব্যস্ত হবে, সরকারি সাহায্যের ক্ষেত্রে তারা আর্থিক সুবিধা হারাবে ও তাদের মর্যাদা হ্রাস পাবে এবং বারবার অপরাধ করলে তাদের অনুমোদন পর্যন্ত বাতিল করা হবে।

স্কুল-গুচ্ছ [School Complex] :

কমিশন বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিদ্যালয়-গুচ্ছের সুপারিশ করেন। বিদ্যালয়-গুচ্ছ গড়ে উঠবে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তার পার্শ্বস্থ এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক, বুনিয়াদি ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে। পাড়ার স্কুলের ধারণা থেকেই স্কুল-জোট গড়ে তোলবার কথা উঠেছে। স্কুল-জোটের ফলে স্কুলগুলির মধ্যে যে বিচ্ছিন্ন ভাব রয়েছে, তা দূর হবে। একটি বিদ্যালয় আর-একটি বিদ্যালয়কে সাহায্য করবে। এই পারস্পরিক সাহায্যের মধ্য দিয়ে এদের স্থায়িত্ববোধ বাড়বে ও ওপর থেকে এদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করবার পথ সুগম হবে। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ Unit-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে। স্কুল-জোট কার্যসূচি রূপায়িত হলে স্কুলগুলি শক্তিশালী হবে, সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাও আরও গতিশীল ও সজীব হয়ে উঠবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুচ্ছটি যুক্ত থাকবে পর্যায়ক্রমে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। বিদ্যালয়-গুচ্ছের মাধ্যমে স্কুলগুলির মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তি পঠনপাঠনের মানোন্নয়ন সম্ভব হবে বলে কমিশন মনে করেন। শিক্ষক সহযোগিতা, শিক্ষা উপকরণের কার্যকারী ব্যবস্থার দ্রুত সমস্যাসমাধান ইত্যাদি নানা বিষয়ে স্কুল-জোটের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলি পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টি করতে পারবে।

বাছাই করা বিদ্যালয়-গুচ্ছের নতুন পাঠ্য বইয়ের মূল্যায়ন ও শিক্ষক সহায়িকা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হবে।

প্রতি জোটের শিক্ষকদের জন্য ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার থাকবে। মাঝে মাঝে জোটের শিক্ষকদের আলোচনাসভা ও শিক্ষকতাকালীন শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা শিক্ষামানের উন্নতি করা হবে। বিদ্যালয়-গুচ্ছে যৌথভাবে যেমন পরীক্ষানিরীক্ষার উৎসাহ দেওয়া হবে, ঠিক তেমনি ইউনিটের মধ্যে থেকে পৃথকভাবে ভালো করে কাজ করবার উৎসাহ দেওয়া হবে। বিদ্যালয়-গুচ্ছের মধ্য দিয়ে এলাকার সার্বিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানোর দিকেই বিশেষ জোর দিতে হবে।

কর্ম অভিজ্ঞতা [Work Experience] :

কোঠারি কমিশন স্কুলের পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষা একটি ত্রিমুখী ধারা, যার মধ্য দিয়ে পাঠকদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, কর্মদক্ষতার বিকাশ হয় এবং তাদের মধ্যে উপযুক্ত অনুরাগ, সম্ভাবনা ও মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। কিন্তু তৎকালীন প্রচলিত

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে কিছু ছাত্রছাত্রী নতুন এবং কিছু ছাত্রছাত্রী পুরাতন বই পাবে এমন মানসিকতা থাকা চলবে না। শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই যাতে সমস্ত ছাত্রছাত্রী নতুন বই বিনামূল্যে পায় তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

(৪) খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষা—স্বাস্থ্য অটুট না হলে পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব ঘটবে। তাই শরীরকে শক্তিশালী ও মজবুত করে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শারীরচর্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(৫) শিক্ষক—কমিশন সমীক্ষা করে দেখেছে সারা বাংলায় যত না শিক্ষক আছেন তার তুলনায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেশি। এমনকি এও দেখা গেছে যে, কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই, তাই প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষকের অনুপাতিক হারে অভাব পূরণ করা যায় সেদিকে সরকারকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।

(৬) শিক্ষণ পদ্ধতি—শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও কমিশন লক্ষ করেছে, এখনও পর্যন্ত শিক্ষাদানে সেই সেকেলে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। অথচ আজকের দিনে শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের সঙ্গে গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতি অচল। অত্যাধুনিক পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করে যাতে শিক্ষকরা চলতে পারেন তার জন্য অন্তত 5 বছর অন্তর অন্তর বিভিন্নরকম কর্মরত অবস্থায় শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা যায়, তা দেখতে হবে।

(৭)বিদ্যালয় পরিদর্শন—বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থাটি কঠোরভাবে বছরে অন্তত ২ বার যাতে করা যায় তা দেখতে হবে। পরিদর্শকরা পরিদর্শন করাকালীন স্থানীয় অঞ্চলের প্রধান ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে নেবেন। পরিদর্শিত রিপোর্ট, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়, জেলাপরিষদ এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে জমা দিতে হবে।

(৮)খাদ্যাভাব—খাদ্যের অভাবে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অনেকেই মাঝপথে বিদ্যালয় ছাড়ে বা আদৌ বিদ্যালয়মুখী হয় না। তাই বিশেষ করে গ্রামস্তরে কমিটির তত্ত্বাবধানে কমিউনিটি রান্নাঘরের প্রস্তুত খাবার প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে মোট খরচের এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয়ভাবে তুলতে হবে। একইভাবে সকলকে সমান চোখে দেখে সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য একই খাবারের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

(৯) পরীক্ষা সংস্কার—প্রথম শ্রেণি থেকে প্রত্যেক বছর পরীক্ষা নেওয়াটা যেমন শিক্ষার্থীদের ভয়ের কারণ তেমনি ব্যয়সাপেক্ষও বটে। তাই একেবারে প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষে একটি পরীক্ষা নেওয়া শ্রেয়। তাতে অনুন্নয়নের মাত্রা হ্রাস পাবে। আর পাশ-ফেল প্রথা না থাকলে ধারাবাহিকভাবে শিশুরা বিদ্যালয়মুখী হবে। এতে অপচয়, অনুন্নয়ন এবং মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা লোপ পাবে। সকলকেই শিক্ষার আঙিনায় আনা সম্ভবপর হবে।

(১০) প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা—সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে পঞ্চম শ্রেণি থেকে ইংরেজি চালু করা উচিত। একে তো মাতৃভাষায় পড়াশোনা

করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা হিমশিম খাচ্ছে, তার উপর আর-একটা বিদেশি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হলে তা বোঝা ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং তাতে অপচয়, অনুন্নয়ন ও বিদ্যালয় পরিত্যাগের মাত্রা বেড়ে যাবে। তাই একেবারেই প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি না পড়ানো উচিত। যদিও কমিশনের অন্য সদস্য গৌরী নাগ, সুনন্দ সান্যাল প্রমুখ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণি থেকে ইংরেজি চালু করার পক্ষপাতী।

মাধ্যমিক শিক্ষার সুপারিশ :

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন প্রচলিত সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে যে সমস্ত সুপারিশ করেছেন সেগুলি হল—

(১) মাধ্যমিক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিবর্তন করা দরকার। পাঠক্রম এমনভাবে করা হবে যাতে শিক্ষার্থী স্ব-নিযুক্তিকরণ, বৃত্তিশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মনোযোগী হয়।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে আরও বেশি করে বিকেন্দ্রীভূত করতে হবে।

(৩) গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও জোর দিতে হবে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

(৪) মাধ্যমিক স্তরে Work Education ছাত্রছাত্রীদের মনে আদৌ উৎপাদনশীল শ্রমের মনোভাব গড়ে তুলেছে কিনা কিংবা শিক্ষার সঙ্গে কাজের সম্পৃক্তায়ন হচ্ছে কি না তা গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। তবে পুরোপুরি এই পাঠ্যসূচি বন্ধ করার দরকার নেই।

(৫) Learning English-কে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আরও সহজবোধ্য করে তুলতে হবে এবং পঞ্চম শ্রেণি থেকে তা চালু করতে হবে। আলাদাভাবে ইংরেজি ব্যাকরণ শিক্ষা না দিয়ে যাতে Learning English-এর Text Book-এর পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গেই পড়ানো যায় তা দেখতে হবে।

(৬) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকের পাঠক্রম যাতে শেষ করা যায় তা দেখা দরকার। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম যৌথভাবে পর্যালোচনা জরুরি। মাধ্যমিকের থেকে উচ্চমাধ্যমিকের পাঠক্রম ভারী হবে এবং তা কার্যকারী পাঠদানের সঙ্গে সংগতি রেখেই হবে। Subject load এবং Teaching load (বোঝা)-র মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রাখতে হবে। অন্যান্য রাজ্যের পাঠক্রমের সঙ্গেও সংগতি রাখতে হবে। জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যাতে পিছিয়ে না পড়ে। আবার পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

(৭) মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রত্যেক বিষয়ের পাশের ন্যূনতম নম্বর ৪০ শতাংশ এবং সামগ্রিকভাবে ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে তবে উত্তীর্ণ বলে গণ্য করা হবে।

এবং প্রসার করা, (৫) অন্তত কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক শিক্ষামানে স্তরে উন্নীত করা।

(খ) প্রথম ডিগ্রি প্রভৃতির শিক্ষাকাল ৩ বছরের কম হবে না। পরবর্তী ডিগ্রি শিক্ষাকাল ২ বা ৩ বছরের হবে।

(গ) ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বছরের শেষে নির্বাচিত কয়েকটি কলেজে কি কিছু বিষয়ে ৩ বছরের বিশেষ ডিগ্রি কোর্সের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে প্র ডিগ্রি পেতে হলে ৪ বছর পড়তে হবে।

(ঘ) প্রচলিত কোর্স ও দীর্ঘতর নতুন কোর্সের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা হ

(ঙ) কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য নির্বাচি বিষয়ে উন্নত স্নাতক কোর্স খোলা যেতে পারে।

(চ) স্নাতক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষা এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হি গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত স্নাতকোত্তর স্তরে মাধ্যম হবে ইংরেজি।

(ছ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে সহায় করতে হবে।

(জ) অধ্যাপকের সংখ্যা না বাড়িয়ে, ব্যয়াধিক্য না ঘটিয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের জন্য গবেষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে আংশিকভাবে অধ্যাপনার কা পরিচালনা করার সুপারিশ করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের মতে, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষার মানোন্নয়ন অপরিহার্য। সেজন্য কমিশন সুপারিশ করেন—

(১) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কাল ১ বছরের পরিবর্তে ২ বছর করতে হবে।

(২) শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি হবে অবৈতনিক এবং শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যব করতে হবে।

(৩) প্রত্যেকটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন ডেমনস্ট্রেশন বিদ্যালয় থাকবে।

(৪) শিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রাবাস এবং অধ্যাপকদের জন্য বসবাসের ব্যব থাকবে।

(৫) প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, কর্মশালার ব্যবস্থা থাকবে।

(৬) শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) শিক্ষণ চর্চাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়িত করতে হবে।

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন (Examination Reform)

বহিঃ পরীক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন ঃ

কোঠারি কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করতে চেয়েছেন। বর্তমানে বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার প্রধান কারণ হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। প্রশ্নকর্তাদের শিক্ষাকার্যে প্রবীণতা, বিষয়গত দক্ষতা এবং শিক্ষা অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিচার করে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তাঁদের অনেকেরই যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাসযোগ্য অভীক্ষার প্রশ্ন প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা নেই। তাই কমিশন সুপারিশ করেছেন যে—প্রশ্ন রচয়িতাদের টেকনিক্যাল যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য স্টেট বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ শিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। শুধুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য নির্দেশ না করে জ্ঞানের প্রয়োগ যোগ্যতা এবং সমস্যাসমাধানের সামর্থ্য বিচারের দিকেও লক্ষ রেখে প্রশ্ন রচনা করা হোক; এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ধরনটিও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। প্রশ্ন ও প্রশ্নপত্রের উন্নতি ছাড়াও বহিঃপরীক্ষাকে আরও সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। উত্তরপত্রের পরীক্ষা ও নম্বর দেওয়ার পদ্ধতিকে আরও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যুক্তিসিদ্ধ ও নির্ভরশীল করে তুলতে হবে।

শিক্ষার্থী বিস্ফোরণ ঃ

ছাত্রসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক উত্তরপত্র বিচার করে ফলাফল প্রকাশ করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কমিশন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, অধিক দ্রুত এবং অধিক নির্ভুল ফলাফল প্রকাশের জন্য উক্ত প্রক্রিয়াকে অধিক যান্ত্রিক করা প্রয়োজন।

শিক্ষার অপচয় ও শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বিচার ঃ

প্রতিবছর বহু সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, এতে দেশের সম্পদের অপচয় হয়, আর এর মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি প্রতিফলিত হয়। কমিশন মনে করেন, কোনো একটি ছেলে কয়েকটি বিষয়ে পাশ করতে পারেনি; এজন্য তাকে 'ফেল' ছাপ দিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। বহির্বিভাগীয় পরীক্ষায় সার্টিফিকেট ছাড়াও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীকে কিউমুলেটিভ রেকর্ডকার্ড সহ পৃথক কোনো সার্টিফিকেট দিতে পারে। তবে বোর্ড প্রদত্ত সার্টিফিকেট এবং বিদ্যালয় প্রদত্ত সার্টিফিকেট একত্রে বিচার করে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বিচার করা কর্তব্য।

অভিজ্ঞানপত্র ঃ

কমিশন সুপারিশ করেছেন, নিম্ন অথবা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বহিঃপরীক্ষা ফলাফলের ওপর যে অভিজ্ঞানপত্র বোর্ড থেকে দেওয়া হবে, সেই পত্রে শিক্ষার্থী শুধুমাত্র যেসব বিষয়ে

(৫) কমিশন নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ ১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বা... করবার কথা বলেছেন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষায় এমন কিছু শিক্ষা ... না যাতে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপযুক্ত শিক্ষা বলা যেতে পারে। ... অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা উচিত ছিল।

(৬) কমিশন 'কমন স্কুল'-এর কথা বলেছেন, আবার বেসরকারি উদ্যোগের ... করেছেন—এটা পরস্পর বিরোধী। ছাত্র ভর্তি ও শিক্ষার সুযোগে যে ... কমিশন নির্ধারণ করেছেন, তা অত্যন্ত দীর্ঘ। কমিশনের অর্থবরাদ্দ ... বাস্তবধর্মী হয়নি।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অর্থবরাদ্দের যে পরিকল্পনা সুপারিশ করা হয়েছে, সে ... অর্থনীতিবিদগণ সমালোচনা উপস্থিত করেছেন যে, কলেজ স্তরে আর্টস ও কমার্স ... শিক্ষার জন্য জনপ্রতি প্রস্তাবিত ব্যয় ১১ জনের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের সমতুল্য ... স্তরে বিজ্ঞান ও কারিগরি ছাত্রের ব্যয় ৩৯ জনের প্রাথমিক শিক্ষার সমতুল্য ... স্নাতকোত্তর শিক্ষার মাথাপিছু ব্যয় আর্টস ও সায়েন্সের প্রতি জনের জন্য যথাক্রমে ... এবং ৯৬ জনের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের সমতুল্য। সুতরাং মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ... প্রসার করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হবে, কিংবা প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ ... মেটাতে গেলে উচ্চশিক্ষা সংকুচিত হবে। সুতরাং বরাদ্দের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের ... প্রতিনিয়ত সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিগত করার প্রস্তাব ... ভালো। কিন্তু ছাত্র বাছাইয়ের কোন্ নীতি অবলম্বন করা হবে সে সম্পর্কে ... পরিচ্ছন্ন নির্দেশ দেননি। সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক সংগতি এবং অন্যান্য ধরনের ... প্রভাবের ক্রিয়া ঘটলে সমগ্র পরিকল্পনাটি নতুন এক বৈষম্য সৃষ্টি করবে এবং সমা... এক বৃহৎ অংশের কাছে উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করবে।

কোঠারি কমিশন প্রতি স্তরে কর্ম পরিচিতির বিস্তৃত সুপারিশ করেছেন। উৎপাদন... শিক্ষার চেতনা প্রকৃতই প্রগতিমূলক ও বৈপ্লবিক চেতনা। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন ... পাঠক্রমকে ঢেলে সাজানো। এই কথা সমাজসেবার ক্ষেত্রেও খাটে। শিক্ষার ... সমাজজীবনের নিশ্ছিদ্র সাঙ্গীকরণ না হলে সমাজসেবা শুধু অধমর্ণ ও অক্ষমদের ... পর্যবসিত হতে বাধ্য। সামান্যতম দাক্ষিণ্যের সুর থাকলে সমাজসেবার সম্পূর্ণ ... ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিক্ষার যথার্থ সম সুযোগ না করা গেলেও প্রস্তাবগুলি অর্থহীন ... পড়বে।

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ যতদিন বাস্তবে রূপায়িত না করা হচ্ছে, ততদিন ... দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, তবে সমগ্র শিক্ষাব্য... সংস্কারের জন্য শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কোঠারি কমিশনের সুপারিশ
(Recommendations of Kothari Commission)

শিক্ষার লক্ষ্য [Aims of Education] ঃ

কোঠারি কমিশনের মতে, ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত জাতীয় উদ্দেশ্যের... বিবেচনা করে। কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার মূল লক্ষ্যগুলি তাই একটি অংশে শিরোনামে "শিক্ষা ও জাতীয় উদ্দেশ্যাবলি" লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কমিশন মনে ক... শিক্ষাকে এমনভাবে বৃপান্তরিত করতে হবে—যাতে শিক্ষা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হ... মানুষের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সমর্থ হয়। সামাজিক, অর্থনৈতি... সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৃপান্তরের যে লক্ষ্য তা পূর্ণ করতে শিক্ষাই হচ্ছে একটা ... অস্ত্র। এজন্য এমনভাবে শিক্ষার উন্নতি ঘটাতে হবে যাতে উৎপাদন বাড়ে, সামাজি... জাতীয় সংহতি অর্জন করা যায়, গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়, আধুনিক ধরনের প্রচেষ্টা ... হয়, সামাজিক, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয় ও চরিত্র ... সহায়তা করে।

জাতীয় উৎপাদনমুখী ঃ

শিক্ষাকে জাতীয় উৎপাদনমুখী করতে হবে। অর্থাৎ শিশুকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ... সরবরাহ করা শিক্ষার লক্ষ্য হবে না। সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা যাতে সচল থাকতে পারে ... শিক্ষা যাতে জাতির সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে, তার জন্য বিজ্ঞানসম্মত ... রকমের জ্ঞান এবং কর্ম প্রশিক্ষণ দেওয়াই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় সংহতি ঃ

সামাজিক ও জাতীয় সংহতি সাধন শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য। জাতীয় শি... কর্মসূচির লক্ষ্য সর্বজনীন স্কুল প্রথাকে আগামী ২০ বছরের মধ্যে বৃপায়িত করতে ... সর্বজনীন বিদ্যালয় শিক্ষা প্রথায় জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ... নির্বিশেষে সবাই শিক্ষার সুযোগ পাবে। শিক্ষার্থীদের মনে জাতীয় সংহতির ভাব ... করা এবং নাগরিকদের মনে জাতীয় চেতনা ও ঐক্যের মনোভাব জাগ্রত করার উদ্দে... কমিশনের লক্ষ্য।

ভাষাশিক্ষা ঃ

কমিশন বলেছেন, বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষায় একটি উপযুক্ত ভাষা শিক্ষার নীতি ... করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগস্থাপনের কাজ সহজ হয়। ...

ও কলেজ স্তরে মাধ্যমবৃপে মাতৃভাষার দাবি অগ্রগণ্য। আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা উচ্চশিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। কিন্তু সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজিই থাকবে, অবশ্য ভবিষ্যতে কিছু রক্ষাকবচ রেখে এখানেও হিন্দিকেই শিক্ষার মাধ্যমবৃপে গ্রহণ করা হবে।

সমাজসেবামূলক কাজ ঃ

শিক্ষার সর্বস্তরে সব শিক্ষার্থীদের জন্য জাতি ও সমাজসেবামূলক কাজ বাধ্যতামূলক হবে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজ নিজ সাধ্য ও সামর্থ্য নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক জীবন গড়ে তোলবার চেষ্টা করবে। স্কুল ও কলেজের কাজ, হোস্টেলের ও খেলার মাঠের নানা প্রয়োজনীয় কাজ ছেলেদের দিয়েই করানো হবে। NCC চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত বর্তমান বৃপেই থাকবে। এর মাঝে চিন্তা করতে হবে কীভাবে ৬০ দিনের একটানা কার্যসূচির ভিত্তিতে এই ট্রেনিং দেওয়া যায়।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ঃ

বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার আর-একটি লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের মনে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি আস্থার ভাব জাগ্রত করা। গণতান্ত্রিক সমাজাদর্শের প্রতি আস্থা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে আসতে পারে না। প্রত্যেক জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকেই এই আস্থাবোধ জাগ্রত হতে পারে। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ যাতে সমানভাবে শিক্ষা পায়, সেই ব্যবস্থাও করতে হবে।

জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি ঃ

জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির চেষ্টা স্কুল শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হবে। এজন্য আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মনে আস্থা ও আশার মনোভাব সৃষ্টির জন্য ভারতের সংবিধানের মূলনীতি ও মুখবন্ধে মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে যে উচ্চ আদর্শের কথা বলা হয়েছে এবং সংবিধানে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শ যা আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মধ্য দিয়ে বৃপ দিতে চাই, সে সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

সামাজিক পরিবর্তন ঃ

কমিশন বলেছেন, বর্তমানে যেমন অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে জ্ঞানের প্রসার হচ্ছে, তেমনি দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনও ঘটছে। এই দ্বিমুখী পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার

▸ **আইন শিক্ষা :** এই ক্ষেত্রে শিক্ষক্রমের অভিজ্ঞতা দরকার। বিশ্ববিদ্যাল... শিক্ষাও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার মতোই নিয়মানুগ হওয়া উচিত... বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। আইন পড়বার আগে নিম্নতর ... স্নাতক পড়া আবশ্যিক হওয়া দরকার। আইনের ডিগ্রি পড়বার সময় এছা... অন্য কোনো ডিগ্রি পড়তে দেওয়া উচিত হবে না।

▸ **চিকিৎসা বিদ্যা :** চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস পড়ানো উচিত। ভারতীয় চি... বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা দরকার। জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নার্সিংকে গুরু... হবে। নির্বাচিত কয়েকটি কলেজে স্নাতকোত্তর পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। মেডি... কলেজগুলির সর্বোচ্চ ছাত্রসংখ্যা হবে ১০০। মেডিকেল কলেজ হবে হাসপা... সংলগ্ন। প্রতি ছাত্রের জন্য ১০টি রোগীর শয্যা নির্দিষ্ট থাকবে। গ্রামীণ ... শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। দেশজ পদ্ধতি ... উপর গবেষণার সুযোগ ... করতে হবে। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই গ্রামীণ অভিজ্ঞতাকে ... করা দরকার।

▸ **শিক্ষকতা :** ক্লাসে পড়ানোর উপর জোর দিয়ে পাঠক্রমের সংশোধন দরকার। ... শিক্ষায় যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তেমন লোকের মধ্য থেকেই ... কলেজের শিক্ষকও নির্বাচন করা উচিত।

শিক্ষার মান :

শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয়। বিশ্ববিদ্যা... প্রবেশের জন্য ১২ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে হবে।

উচ্চবিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিফ্রে... কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলিয়ে ৩০০০-এর বেশি শিক্ষার্থী নেওয়া ... না। কলেজগুলিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা হবে ১৫০০-এর মধ্যে।

পরীক্ষার দিনগুলি ছাড়া সারাবছর কাজের দিন হবে ১৮০। গ্রন্থাগারের সুযোগ... থাকবে। গবেষণাকে উৎসাহিত করতে হবে।

▸ **শিক্ষক :** কমিশন বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, শিক্ষক হবেন উন্নত ... জ্ঞানী এবং দক্ষ। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রাথমিক ... হবে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু করে তোলা এবং তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলা ... উপযুক্ত মূল্যবোধ এবং আচরণ কৌশল সৃষ্টি করা। শিক্ষকদের গুরুদায়িত্ব ও ... সম্পর্কে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার ...

কমিশন শিক্ষকদের প্রফেসর, রিডার, লেকচারার, ইনস্ট্রাক্টর এই ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করতে হবে।

এ ছাড়া কয়েকজন করে গবেষক থাকবেন। শিক্ষকদের পদোন্নতি নির্ভর করবে তাঁদের দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের উপর। প্রত্যেক শিক্ষককে ৬০ বছর বয়সে অবসর নিতে হবে। যোগ্য শিক্ষকরা কর্মক্ষম থাকলে তাঁদের কার্যকাল ৬৪ বছর পর্যন্ত বাড়ানো চলবে। শিক্ষকদের চাকরির অবস্থা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, কাজ করবার সময়, ছুটি প্রভৃতি স্থির করে দিতে হবে।

তা ছাড়া ক্লাস লেকচারের পরিপূরক হিসাবে টিউটোরিয়াল, লাইব্রেরির কাজ, সেমিনার ইত্যাদি দরকার।

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার [Examination Reform] :

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত পরীক্ষার প্রভাব ও তার কুফল সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেছেন। কমিশন বলেন যে, অর্ধ শতাব্দী ধরে বহু কমিশন ও কমিটি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি যে সবচেয়ে খারাপ দিক, এই বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কমিশনের অভিমত যে, "যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাত্র সংস্কারের সুপারিশ আমাদের করতে হয়, তাহলে তা হবে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার।" কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে সুপারিশ করেছেন। সুপারিশগুলি হল—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচনা করা চলবে না। কর্মী নিয়োগের জন্য নিয়োগকর্তারাই প্রয়োজনমতো বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষার অনেক কুপ্রভাব দূর করা সম্ভব হবে এবং শিক্ষাব্যবস্থারও অনেক গলদ দূর হবে।

(২) ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক পারদর্শিতা নির্ণয় করার জন্য, তাদের শ্রেণিকাজের দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন শ্রেণি কাজের জন্য পূর্ণমানের এক-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট থাকবে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন কাজে প্রেরণা সঞ্চার করা সহজ হবে।

(৩) কমিশনের অভিমত একটিমাত্র পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষাকালের অর্জিত জ্ঞানের বিচার করা ঠিক নয়। প্রত্যেক বছরের শেষে একটি করে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ের সমগ্র পাঠ্যসূচিকে এক একটি বছরের

অশোক মিত্র কমিশন (Asok Mitra Commission) ঃ

১৯৯১ সালে ১৩ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Notification No–6324 (t) Home Political Development থেকে এক আদেশে বলা হয়—

(১) ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উপলব্ধি করেছে যে, ...রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার পাঠক্রমে গুণগত মানের একটি পুনর্মূল্যায়ন দরকার।

(২) শিক্ষার সমস্যাগুলির উৎস সন্ধান করা এবং জনশিক্ষা ও সাক্ষরতা প্রসারের ...গ্রহণ করা দরকার।

(৩) শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সময়ের ও শ্রমগত সুযোগসুবিধার হিসাবে পরিকল্পনা ...প্রয়োজনীয়তা বিচার করে দেখা। উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ...শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পরিকল্পনা গড়ে তোলা সম্ভব।

অশোক মিত্র কমিশন গঠন ঃ

...বিজ্ঞপ্তিগুলি কার্যকারী করার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল একটি কমিটি গঠন করেন। ৯ জন সদস্য বিশিষ্ট এই রাজ্য কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত ...বিশিষ্ট খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের ...ড. অশোক মিত্র। অশোক মিত্র এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন বলে তাঁর নাম

মঞ্জুর করতে হবে। কমিশন মনে করেন, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে সরকার থেকে কে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করা হবে—(১) গৃহনির্মাণের জন্য সাহায্য, (২) সাজসরঞ্জা ও আসবাবপত্র কেনার জন্য সাহায্য, (৩) গ্রন্থাগারের জন্য সাহায্য, (৩) ছাত্রাবাসের জ সাহায্য, (৫) অধ্যাপকদের বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনসন প্রভৃতির জন্য সা (৬) বৃত্তি গবেষণার জন্য সাহায্য, (৭) বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য সাহায্য, (৮) মাতৃভা গবেষণা ও (৯) প্রযুক্তিবিদ্যায় উচ্চতর গবেষণার জন্য সাহায্য। কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য দেওয়া হ

▶ **বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন :** বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সর উভয়কেই নিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করবে না। এখানে পঠনপাঠনের ব থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য থাকবেন পরিদর্শক, আচার্য, উপাচার্য, সিনে কোর্ট, সিন্ডিকেট বা একজিকিউটিভ কাউন্সিল, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ফ্যাকল্টি বোর্ড অফ স্টাডিজ, ফিনান্স কমিটি, সিলেকশন কমিটি।

▶ **ব্যয়নির্বাহ :** বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশ করেন সরকারকেই ব্যয়ভার বহন করতে হবে। বেসরকারি কলেজগুলিকে সরকারি কলেজ সমান অর্থ সাহায্য করতে হবে।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় [Rural University] :

রাধাকৃষ্ণন কমিশনের রিপোর্টে একটি বিশেষ দিক ছিল—গ্রামীণ শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন চেতনা। ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের গুরুত্ব কমিশন বলেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামজীবনের সঙ্গে আদৌ সম্পৃক্ত নয়। কমি মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির মাধ্যমে আমাদের দেশে যে উচ্চশি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তা কেবলমাত্র শহরাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থরক্ষা করতে এবং সমাজের বিশেষ এক শ্রেণির বিত্তবান মানুষের চাহিদা পূরণ করতে অন্যদিকে পল্লিময় ভারতের সামগ্রিক উন্নতি করতে হলে সর্বাগ্রে পল্লি উন্নয়নের দৃষ্টি দিয়ে গ্রামগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে। এজন্য গ্রামা উচ্চশিক্ষার বিস্তার একান্তভাবে প্রয়োজন। গ্রামে কোনো সুযোগসুবিধা না থাকায় উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রামের মানুষ শহরে এসে ভিড় করে। ফলে কর্মক্ষম তরুণ-তরুণী হারিয়ে গ্রামগুলি নিঃস্ব হয়ে উঠেছে। গ্রামের মানুষ যাতে গ্রামে বসবাস করতে নিম্নস্তরের শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা পেতে পারে, সেই উদ্দে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। পরিকল্পনার বিষয়ে ডেনমার্কের গণকলেজের ভাবধারা এবং গান্ধিজির বুনিয়াদি শি

পরিকল্পনার দ্বারা কমিশন প্রভাবিত হন। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় নিম্ন-বুনিয়াদি, উচ্চ-বুনিয়াদি এবং উত্তর-বুনিয়াদি শিক্ষার প্রস্তাব ছিল। কমিশন এই পরিকল্পনারই আরও ব্যাপক রূপ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে উত্তর-বুনিয়াদি বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়রূপে গ্রহণ করা হয়। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে পরিবেশকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, স্থানীয় জীবনকেন্দ্রিক ও ব্যবহারিক উৎপাদনী শিক্ষা। কয়েকটি স্কুলকে কেন্দ্র করে থাকবে এক একটি গ্রামীণ কলেজে সাধারণ উচ্চশিক্ষার পাঠক্রম এবং গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ শিক্ষা। কয়েকটি কলেজকে কেন্দ্র করে থাকবে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন :

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক রূপটি নিম্নরূপ—

প্রাথমিক স্তরে ৮ বছরের বুনিয়াদি শিক্ষা।

পরবর্তী ৩ বছর কলেজীয় শিক্ষা।

সবশেষে দু-বছর উত্তর-কলেজীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। সমস্ত স্তরেই শিক্ষা হবে গ্রামকেন্দ্রিক এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকেন্দ্রিক।

প্রাথমিক স্তর : কমিশন নতুন করে প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে আলোচনা করেননি। কারণ ইতিপূর্বেই বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তর : কমিশন মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে আবাসিক করার কথা বলেছেন এবং প্রত্যেকটি মাধ্যমিক স্কুলকে কেন্দ্র করে যাতে একটি আদর্শ পল্লি গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। এই ধরনের গ্রামের পরিকল্পনা ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা আধুনিক উন্নত ধরনের গ্রাম গঠনের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে এবং আদর্শ জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হবে।

আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্য ৩০-৬০ একর জমি নির্দিষ্ট থাকবে। এর মধ্যে বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষকদের বাসগৃহ, খেলার মাঠ, কর্মশালা, কৃষিক্ষেত্র, পশুচারণ ক্ষেত্র, ছাত্রাবাস ইত্যাদি থাকবে।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫০ জনের বেশি হবে না।

শতকরা ৫০ ভাগ আলোচনা হবে তাত্ত্বিক এবং বাকি ৫০ ভাগ হবে হাতেকলমে শিক্ষা।

বিদ্যালয় এলাকাটি একটি আদর্শ পল্লির মতো পরিকল্পিত হবে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর :

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষ হলে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হবে গ্রামীণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য হবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

অধ্যায় ৪

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ১৯৫২-৫

Secondary Educati
Commission 1952-

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩) :

প্রেক্ষাপট ❑ সুপারিশ ❑ শিক্ষার লক্ষ্য ❑ মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো ❑ মাধ্যমিক শি
পাঠক্রম ❑ পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ❑ কারিগরি শিক্ষা ❑ ভাষা শিক্ষা ❑ শারীরি
❑ শিক্ষকের উন্নতি ❑ নারীশিক্ষা/সহশিক্ষা ❑ পাঠ্যপুস্তক ❑ শিক্ষাদান পদ্ধতি ❑ চ
গঠনের জন্য শিক্ষা ❑ নির্দেশনা ও পরামর্শদান ❑ প্রশাসন/বিদ্যালয় পরিচালন
অর্থসংস্থান ❑ সমালোচনা।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩)
Secondary Education Commission (Mudaliar Commissi

প্রেক্ষাপট :

১৯৪৮ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পূর্বশ মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন। স্বাধীনতার পর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক শি সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (CABE) প্রচলিত মাধ্যমিক শি সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও প্রচলিত ব্যবস্থার উপযোগিতা বিচারের জন্য এ কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকার, দেশের মা শিক্ষার সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপ ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে ১৯৫২ সালে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা ক গঠন করে। সভাপতি ছাড়া এই কমিশনের আরও ৮ জন সদস্য ছিলেন, যাঁদের ৬ জন ভারতীয় এবং ২ জন বিদেশি শিক্ষাবিদ। এই সদস্যরা হলেন—শ্রীমতী মেহেতা, শ্রী জে.এ. তারপোরওয়ালা, ড. কে. এল. শ্রীমালী, শ্রী. এম. টি ব্যাস, শ্রী জি. সম্বন্দিয়ান, শ্রী অনাথনাথ বসু, জন ক্রিস্টি (ইংল্যান্ড), কে. আর. উইলি (আমেরিকা)। কমিশনের সদস্য-সম্পাদক ছিলেন শ্রী অনাথনাথ বসু। কমিশন ১ সালের অক্টোবর মাসে কাজ শুরু করেন। কমিশনের সভাপতি ড. লক্ষ্ম মুদালিয়ারের নাম অনুসারে, এই কমিশন 'মুদালিয়ার কমিশন' নামে পরিচিত।

১৯৫২ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৫৩ সালের জুনের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্র কমিশন তাঁদের কাজ শেষ করে ভারত সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। ২

পৃষ্ঠার রিপোর্টে দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে। রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সব দিক বিচার করে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করেন।

সুপারিশ
(Recommendations of Mudaliar Commission)

শিক্ষার লক্ষ্য [Aims of Education] :

মুদালিয়ার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন—

(১) প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরি।
(২) ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ।
(৩) যুবসমাজের চরিত্র গঠন।
(৪) উৎপাদনী ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করা।
(৫) মধ্যম স্তরের নেতৃত্বের শিক্ষণ।

এই উদ্দেশ্যে কমিশন প্রস্তাব করেন ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা। এই শিক্ষা যুগপৎ দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করবে। যারা উচ্চতর শিক্ষায় আগ্রহী, তাদের জন্য হবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রস্তুতি এবং যারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে ইচ্ছুক তাদের জন্য হবে জীবনের প্রস্তুতি।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নির্ধারিত ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে বিচার করলে দেখা যায়, এগুলির মধ্যে অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নেই। স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীর যে-কোনো উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই এগুলিকেই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বিশেষভাবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য। এখানে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে, দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের উন্নয়নশীল সমাজের পক্ষে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো [Structure] :

মুদালিয়ার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কার সাধনের জন্য নিম্নলিখিত সংস্কার সাধনের সুপারিশ করে—

(১) নতুন সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪ বা ৫ বছর যাবৎ প্রাথমিক অথবা নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণ করার পর শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হতে পারে।

- প্রশাসনের সর্বস্তরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় কাজকর্ম চালু কর...
...কারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা আরও বাড়াতে হবে।
- মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্কুল সার্ভিস ...
...বং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য কলেজ সার্ভিস কমিশন গঠন ...
...বে।

এ ছাড়াও এই কমিশন ব্যাহতদের শিক্ষা, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজা...
...ক্ষা, নারীশিক্ষা, শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থা এবং আরও বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ...
...রেছে।

সমালোচনা ঃ

অশোক মিত্র কমিশন প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরেজি ভাষার স্থান সম্পর্কে যে ...
করেছিলেন তা সর্বসম্মত হয়নি। দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষা দ্বিতীয় শ্রে...
শুরু করা উচিত বলে কমিশনের দুজন সদস্যা গৌরী নাগ এবং সুনন্দ সান্যাল ...
করেছিলেন। কিন্তু মিত্র কমিশন সুপারিশ করেছিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষায় পঞ্চ...
থেকে ইংরেজি শিক্ষা শুরু করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি পাঠ্য বই Learning English বইখানির আ...
পালটাতে বলে ও ইংরেজি পাঠক্রমে গ্রামার পড়ানোর সুপারিশ করে কমিশন ...
কাজ করেছে। এর সঙ্গে অনুবাদ (Translation) থাকলে আরও ভালো হবে।

প্রাথমিকে পাশ-ফেল নিয়ে কমিশন কোনো সুপারিশ করেনি। প্রাথমিক স্তরে ...
ছেলেমেয়েরা বিনা বাধায় পার হয়ে যেতে পারে, সেজন্যই বোধহয় নীরব। ...
অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নটা যাতে নিয়মিত ও বিশ্বাসযোগ্য হয় সেদিকে সরকারকে ...
থাকতে হবে।

র এই কমিশনের নাম হয় অশোক মিত্র কমিশন। ১৯৯১-এর ১৩ আগস্ট অশোক সভাপতিত্বে এই কমিশন গঠিত হয়েছিল। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে কমিশন তা পেশ করে। অশোক মিত্র শিক্ষা কমিশনের ৩৭৬ পৃষ্ঠার রিপোর্টের ১১৮টি শের মধ্যে রাজ্য সরকার ৭২টি গ্রহণ করেছে। বাকি ৪৬টির মধ্যে ৩২টি বিবেচনাধীন সাধারণ নিয়মানুসারে গৃহীত এবং ৩টি বাতিল হয়।

কমিশনের সদস্যবৃন্দ ঃ

কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা হলেন—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ধ্যাপক পবিত্র সরকার, অধ্যাপক জি. এস. সান্যাল, ড. শ্রীমতী গৌরী নাগ, অধ্যা ফা বিন কাসিম, শ্রী অরুণ চৌধুরী, সুনন্দ সান্যাল, পরমেশ আচার্য এবং কেন্দ্ শকর্তা হিসাবে ছিলেন শ্রী এন. এস. ঘোষ। কমিশন ড. অশোক মিত্রের নেতৃত্বে ৮টি সুপারিশ সহ ৩৭৬ পৃষ্ঠার রিপোর্ট এক বছর সময়ের মধ্যে সরকারের হাতে তুলে য়েছেন।

কমিশনের সুপারিশ ঃ

এই কমিশনকে মোট ৮টি বিষয়ে সুপারিশ করার কথা বলা হয়—

(১) রাজ্যের সর্বস্তরে শিক্ষার উপাদান ও গুণগত মান উন্নয়ন করা কীভাবে সম্ভব

(২) স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে শিক্ষা নির্ধারণের জন্য কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় কিনা।

(৩) গণসাক্ষর কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(৪) শিক্ষা প্রসারণের পরিবর্তনশীল ধাপগুলির মূল্যায়ন।

(৫) অর্থব্যয়ের পর উদ্দেশ্য কতটা পূরণ হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা।

(৬) নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রচলন করা সম্ভব কিনা।

(৭) পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া যায় কিনা।

(৮) গণসাক্ষরতা অভিযানের সমস্যাগুলি নিবারণের রূপরেখা তৈরি করা।

রিপোর্ট পেশ ঃ

১৯৯২ সালে আগস্ট মাসে কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করে। বিচার্য বিষয়গুলি কেন্দ্র করে অশোক মিত্র কমিশন ৩৭৬ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট সরকারের হাতে তুলে দে এখানে ১১৮ টি সুপারিশ কার্যকারী করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে সরকার ৭২ টি গ্রহণ করেছে, ৩২টি বিবেচনাধীন, ৩ টি বাতিল এবং ১১ টি সাধারণ নিয়ম অনুসারে গৃহীত হয়েছে।

গ্রহণযোগ্য ৭২ টির মধ্যে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী আমরা প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, নারীশিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, বৃত্তিগত শিক্ষা, নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার সমস্যা ও সমাধানের উপায় বিষয়ে পরামর্শগুলি আলোচনা করব।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

মিত্র কমিশন সমীক্ষা করে দেখেছে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করে তার অধিকাংশেরই বিদ্যালয়-গৃহ নেই। এ ছাড়া ওই সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠক্রম নেই, এবং প্রচলিত পাঠক্রম অনুসারে যথেষ্ট উপকরণের অভাব আছে। পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক, ছাত্রছাত্রীরা আর্থিক অভাবে অথবা অন্য কোনো কারণে পায় না, খেলাধুলা বা শরীরশিক্ষার কোনো বন্দোবস্ত নেই, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব। যে সমস্ত স্কুলে শিক্ষক আছেন, তাঁরা শিক্ষকতা ছাড়াও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত। আধুনিক পাঠক্রম ও পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে না। সেই গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠদান অব্যাহত আছে। বিদ্যালয়গুলির অবস্থা কেমন বা পড়াশোনা কেমন চলছে তা পরিদর্শনের কোনো বন্দোবস্ত নেই। খাবারের অভাবে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে আসে না, অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে। প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থাও সেকেলে, তাই সংস্কার প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা শিশুদের কাছে একটি বোঝাস্বরূপ, কারণ মাতৃভাষায় ঠিকমতো লিখতে ও পড়তে পারে না, তার উপর ইংরেজিকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে কমিশন সরকারকে যে যে ভাবে দৃষ্টি দিতে বলেছেন সেগুলি হল—

কমিশনের সুপারিশ ঃ

(১) পরিকাঠামোগত পুনর্গঠনের সুপারিশ—সমস্ত জায়গায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ যাতে কম খরচে পঞ্চায়েতের সহায়তায় যুগোপযোগী করে তোলা সম্ভব হয় সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

(২) উপকরণ—শুধু বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করলেই চলবে না। ম্যাপ, গ্লোব, চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি শিখন উপকরণগুলির জোগান থাকা দরকার।

(৩) পুস্তক—বিদ্যালয়-গৃহ আর উপকরণের সমস্যাসমাধানই যথেষ্ট নয়। পঠনপাঠনে সবচেয়ে বড়ো উপকরণ হল পাঠ্যপুস্তক। এই পাঠ্যপুস্তক সকল শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর পক্ষে কিনে পড়াশোনা করা সম্ভব নয়। বইয়ের অভাবেও অনেকে পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে দেয়। তাই সরকারি প্রচেষ্টায় সমস্ত বিদ্যালয়ে সমস্ত শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পুস্তকদানের বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে এও উল্লেখ্য যে,

জন্য এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এককে ভাগ করে নিতে হবে এবং সেই ... পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে পরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এক... অন্তত ৫ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ পরীক্ষক ... হবেন না।

(৫) পরীক্ষা রচনাধর্মী না করে যতটা সম্ভব বস্তুধর্মী করে তুলতে হবে। ... রচনাধর্মী পরীক্ষায় নম্বর দেবার অসুবিধা অনেকটা পরিহার করা সম্ভব ...

(৬) এক-তৃতীয়াংশে নম্বর দিতে হবে সংবৎসরের অভ্যন্তরীণ কাজের ভিত্তি...

(৭) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে সমতা রাখতে হবে।

(৮) গ্রেস নম্বর দেওয়ার প্রথা বাতিল করতে হবে।

(৯) মৌখিক পরীক্ষাও নিতে হবে। (স্নাতকোত্তর পরীক্ষা ও বৃত্তিগত পরীক্ষা...

(১০) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে স্থান পেতে হলে শতকরা ৭০ নম্বর, দ্বিতীয় শ্রে... শতকরা ৫০ নম্বর এবং তৃতীয় শ্রেণিতে ৪০ শতকরা নম্বর রাখতে হ...

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা [Religious, Spiritual and Moral Education]

▶ **ধর্ম শিক্ষা :** কমিশনের মতে, ভারতে ধর্ম শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া শিক্ষা হবে না। এজন্য কমিশনের সুপারিশগুলি ছিল নিম্নরূপ—

(১) দৈনন্দিন কাজ শুরুর আগে নীরবে ধ্যান করে চিত্ত সংযত করতে হবে।

(২) ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বছরে ধর্মগুরুদের জীবনী আলোচনার ব্যবস্থা থাক...

(৩) ডিগ্রি কোর্সের দ্বিতীয় বছরে শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে সর্বজনীন আবে... বাণী আলোচিত হবে।

(৪) ডিগ্রি কোর্সের তৃতীয় বছরে ধর্মতত্ত্বের মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা ...

▶ **ছাত্রকল্যাণ :**

(১) ছাত্রদের কল্যাণের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে।

(২) ছাত্রদের সমাজ কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করতে হবে।

(৩) বছরে অন্তত একবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) শরীরশিক্ষা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে।

▶ **নারীশিক্ষা :**

- নারীশিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য নিম্নলিখিত—
- নারীশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

- সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সুযোগসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিতে হবে।
- গার্হস্থ্য, অর্থনীতি ও পরিবার পরিচালনা বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে।
- অধ্যাপিকাদের বেতন অধ্যাপকদের সমান হবে।

শিক্ষার মাধ্যম :

(১) আঞ্চলিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

(২) সর্বভারতীয় ভাষা হবে হিন্দি।

(৩) উচ্চস্তর মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ৩টি ভাষা জানতে হবে—আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং ইংরেজি।

(৪) বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে।

(৫) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজির পরিবর্তে একটি ভারতীয় ভাষাকে (সংস্কৃত বাদে) গ্রহণ করতে হবে।

(৬) সংস্কৃত ভাষা অবশ্যই জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে এক মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু একে শিক্ষার মাধ্যম করা যায় না।

(৭) পাঠ্য হিসাবে ইংরেজি চলতে থাকবে।

মূল্যায়ন :

(১) রচনাধর্মী প্রশ্নের বদলে বস্তুধর্মী প্রশ্নকে শ্রেয় মনে করা হয়েছে।

(২) এক-তৃতীয়াংশ নম্বর দিতে হবে সংবৎসরের অভ্যন্তরীণ কাজের ভিত্তিতে।

(৩) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে সমতা রাখতে হবে।

(৪) মৌখিক পরীক্ষা চালু করতে হবে।

(৫) অনুগ্রহ নম্বর প্রথা তুলে দিতে হবে।

(৬) ১ম, ২য়, ৩য় বিভাগে পাশ নম্বর হবে যথাক্রমে শতকরা ৭০, ৫৫ ও ৪০ নম্বর।

অর্থসংস্থান :

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থসংস্থানের জন্য কমিশন সুপারিশ করেন যে, সরকারকে উচ্চশিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) গঠন করে, তার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সমভিত্তির উপর বিভিন্ন বেসরকারি কলেজে অর্থ সাহায্য করা হবে। কমিশন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অতিরিক্ত বার্ষিক ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ

অধ্যায় ৫

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৬৪-৬৬

Indian Education Commission 1964-66

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) ঃ

পটভূমি ❑ সদস্যবৃন্দ ❑ কোঠারি কমিশনের সুপারিশ ❑ শিক্ষার লক্ষ্য ❑ জাতী... উৎপাদনমুখী ❑ জাতীয় সংহতি ❑ ভাষা শিক্ষা ❑ সমাজসেবামূলক কাজ ❑ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ❑ জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি ❑ সামাজিক পরিবর্তন ❑ চারিত্রিক বিকাশ ❑ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ❑ শিক্ষা কাঠামো ❑ কমিশনের কয়েকটি তাৎপর্য... সুপারিশ ❑ প্রাক্‌প্রাথমিক স্তর সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের প্রস্তাব প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব, নিম্ন প্রাথমিক স্তর (প্রথম—চতুর্থ শ্রেণি)—নিম্ন প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ❑ উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর (পঞ্চম—সপ্তম শ্রেণি) উচ্চ প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম (পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম) ❑ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ : নি... মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম ❑ উচ্চমাধ্যমিক স্তর—পাঠক্রম ❑ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ ❑ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ❑ পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন ❑ বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন ❑ শিক্ষার্থী বিস্ফোরণ ❑ শিক্ষার অপচয় ও শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ... ❑ অভিজ্ঞানপত্র ❑ স্টেট বোর্ড অফ এডুকেশন কমিটি ❑ অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মূল্যায়ন ❑ কুল-গুচ্ছ ❑ কর্ম অভিজ্ঞতা ❑ বয়স্ক শিক্ষা ❑ প্রশাসন ❑ সমালোচনা।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬)
Indian Education Commission or Kothari Commission

পটভূমি ঃ

দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়... শিক্ষার প্রসারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ সমাজের সুগঠন... অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। এ ছাড়া স্বাধীন... সমান অধিকার ও ন্যায়ের ভিত্তিতে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা... শিক্ষাব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ভারতবর্ষে দেখা দেয় আদর্শের সংকট। যেহেতু শিক্ষাই জাতীয় কল্যাণ ও উন্নতির মূল অস্ত্র সেহেতু জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল উদ্দেশ্যমুখী, উন্নতমানের সর্বজনীন...

শিক্ষা। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা প্রভৃতি সকল স্তরকে একসঙ্গে সুবিবেচনা ও পর্যালোচনার জন্য কোনো কমিশন গঠিত হয়নি, ১৯৬৪ সালের শিক্ষা কমিশন ভারতের সকল স্তরের শিক্ষা সমস্যা অনুধাবন ও সমাধানের জন্য গঠিত হয়। তাই আজ জাতীয় স্তরে এই কমিশনের গুরুত্ব অসামান্য।

সদস্যবৃন্দ ঃ

শিক্ষার সামগ্রিক মূল্যায়ন ও পুনর্গঠনের জন্য সরকারি প্রস্তাবে ১৭ জন সদস্য নিয়ে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় (১৯৬৪ সালের ১৪ জুলাই)। অধ্যাপক ড. ডি. এস. কোঠারি *(D.S.Kothari)* কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশন কোঠারি কমিশন নামে পরিচিত। কমিশনের সদস্যদের মধ্যে ১১ জন ছিলেন ভারতীয় শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং বাকি ৬ জন ছিলেন বিদেশি বিশেষজ্ঞ। ভারতীয় সদস্যরা হলেন—এ. এর. দাউদ, আর. এ. গোপালস্বামী, ভি. এস. ঝা, পি. এন. কৃপাল, এম. ভি. মাথুর, বি. পি. পাল, কুমারী এস. পানান্দিকর, কে. জি. সাইদিয়ান, ত্রিগুণা সেন, জে. পি. নায়েক। বিদেশি বিশেষজ্ঞরা হলেন—মি. এইচ. এল. এলভিন (UK), রোজার রিভিলি (USA), মি জ্যাঁ. থমাস (France), এস.এ শুমোভস্কি (USSR), সদাতসী ইহারা (Japan) এবং মি জে. এফ. ম্যাকডুগাল (UNESCO)। কমিশনের সদস্য সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জে. পি নায়েক এবং সহযোগী সদস্য সম্পাদক ছিলেন জে. এফ ম্যাগডুগাল। এ ছাড়া ২০ জন বিদেশি পরামর্শদাতা, কমিশনের কাজে সাহায্য করেছেন। কমিশন ১৯৬৪ সালে ২ অক্টোবর গান্ধিজির জন্মদিনে কাজ শুরু করেন। প্রায় ২১ মাস কাজ করে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে কমিশন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলার কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। কমিশন দেশের নানা জায়গা ঘুরে প্রায় ৯০০০ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া ভারতের বাইরের বহু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন। কমিশন স্বীকার করেছেন, রিপোর্টটি অত্যন্ত বড়ো হয়েছে। সমগ্র রিপোর্টটি ৬৯২ পৃষ্ঠা, তার মধ্যে মূল রিপোর্ট ৪৮৯ পৃষ্ঠা।

কমিশনের এই রিপোর্টে প্রাক্‌প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ গবেষণার স্তর এবং সমস্ত ধরনের শিক্ষার কথা স্থান পেয়েছে।

কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট যেমন বলিষ্ঠ ও দৃঢ়, তেমনি উচ্চাশাপূর্ণ। শিক্ষা কমিশনই প্রথম কমিশন যেখানে প্রাক্‌প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। কোঠারি কমিশন সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়নের স্বাধীন ভারতের সর্বশেষ শিক্ষা কমিশন।

প্রাক্‌প্রাথমিক স্তর সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের প্রস্তাব [Pre-primary]

(১) প্রাক্‌প্রাথমিক স্তরকে শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব বা অঙ্গ হিসাবে ধরা চলে।

(২) প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের অধীন একটি করে রাজ্য স্তরের উন্নয়ন সং থাকবে।

(৩) এই স্তরের জন্য বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা হবে।

(৪) শিক্ষকদের যথাযথ শিক্ষাদানের জন্য সরকারকেই চেষ্টা করতে হবে।

(৫) শিক্ষার উপকরণ ও পুস্তকাদি এবং অনুদান সরকারকে দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের প্রস্তাব [Primary] :

কোঠারি কমিশন প্রস্তাব করেন যে, (১) প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হবে ৬ বছর বয় এবং চলবে একটানা ৭ বছর কিংবা ৮ বছর। (২) পাঠক্রম, পাঠ পদ্ধতি ও ব্যবস্থা বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে এই সময়টিকে দু-ভাগে ভাগ করা চলবে—৪ কিংবা বছরের নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৩ কিংবা ২ বছরের উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষা।

নিম্নপ্রাথমিক স্তর (প্রথম—চতুর্থ শ্রেণি) :

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে দায়িত্বশীল এবং সার্থক নাগরিক জীবনের ভি স্থাপন। এই বয়সের সব ছেলেমেয়েকেই স্কুলে আনবার জন্য শিশু জন্মের পর স্কু ভর্তির সম্ভাব্য বছর হিসাব করে আগেই তালিকাভুক্ত করা চলতে পারে। এই স্তরে বিশে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে অপচয় এবং স্থিতিশীলতা রোধ করা।

এই স্তরে কেবল মাতৃভাষার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হবে। বাধ্যতামূলক মাতৃভা শিখতে হবে।

এই স্তরে ভাষা ছাড়া প্রাথমিক গণিত ও প্রকৃতি পাঠও যুক্ত হবে। শিশুকে সমা চেতনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমাজসেবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই স্তরে ক পরিচিতির জন্য কাগজের কাজ, মাটির কাজ, সুতো কাটা প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

প্রত্যেক শ্রেণির শেষে বাৎসরিক প্রোমোশন পরীক্ষার বদলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি একটি চক্র হিসাবে বিবেচনা করে দু-বছরের শেষে একটি পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়ে প্রয়োজন হলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিকেও একটা চক্র হিসাবে ধরা যেতে পারে। পরী সম্পর্কে এই নতুন সুপারিশের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তা ছাড়া সব পরীক্ষাই হ অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা।

নিম্ন প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম :

(১) একটি ভাষা (মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা), (২) গণিত, (৩) পরিবেশ পরিচিতি, (৪) সৃজনশীল কাজ, (৫) কর্ম অভিজ্ঞতা এবং সমাজসেবা ও (৬) স্বাস্থ্য শিক্ষা।

উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর (পঞ্চম—সপ্তম শ্রেণি) :

(১) উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য বিষয় হবে অপেক্ষাকৃত গভীর।

(২) পাঠক্রমে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে থাকবে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি কিংবা সহযোগী ভাষা ইংরেজি।

(৩) তৃতীয় একটি ভাষাকে ঐচ্ছিকভাবে নেওয়া চলবে।

(৪) বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে পৃথক পৃথক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(৫) মিশ্রিত সমাজবিদ্যার পরিবর্তে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতিও পাঠক্রমে থাকবে।

(৬) উচ্চপ্রাথমিক স্তরে ও সমাজসেবা ও কর্ম পরিচিতির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা রাখতে হবে। যারা আর্থিক কিংবা অন্য কোনো কারণে সাধারণ শিক্ষা নিতে পারবে না, তাদের জন্য থাকবে বিকল্প আংশিক সময়ের জন্য বৃত্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা।

(৭) উচ্চ প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষা হবে অভ্যন্তরীণ।

উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম (পঞ্চম, ষষ্ঠ—সপ্তম, অষ্টম) :

(১) দুটি ভাষা—মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা এবং হিন্দি বা ইংরেজি ঐচ্ছিক হিসাবে তৃতীয় ভাষা, (২) গণিত, (৩) বিজ্ঞান (ভৌতবিজ্ঞান/ জীবন বিজ্ঞান), (৪) সমাজবিদ্যা (ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান), (৫) চারুশিল্প, (৬) কর্ম অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবা, (৭) শারীরশিক্ষা, (৮) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা, (৯) কলা ও (১০) হস্তশিল্প—হস্তশিল্পকে পাঠক্রমে কর্ম-অভিজ্ঞতা হিসাবে গণ্য করা হবে। খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষাকে উপযুক্ত স্থান দেওয়া হবে এবং সময়তালিকায় এর জন্য নির্দিষ্ট পিরিয়ড দেওয়া হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ :

কোঠারি কমিশন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থিত করেছেন এবং পাঠক্রমও বিন্যাস করেছেন। কমিশনের রিপোর্টে পরস্পর সংযুক্ত দুটি পর্যায়ে (নিম্ন মাধ্যমিক VIII থেকে X [অষ্টম/ নবম/ দশম] উচ্চমাধ্যমিক একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণি)।

শিক্ষার পাঠক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাই কমিশন পা রচনার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং শিক্ষাকে জাতীয় উদ্দেশ্য ও উৎপাদনের সঙ্গে করার জন্য স্কুল স্তরের শিক্ষার প্রত্যেক পর্যায়ের পাঠক্রমের মধ্যে সুবিন্যস্ত কর্মসূচি দিয়ে কর্ম অভিজ্ঞতাকে আবশ্যিক করেছেন। কমিশন প্রত্যক্ষভাবে কাজে অংশগ্র মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে কর্ম-অভিজ্ঞতা বলেছেন। কমিশনের মতে, বাড়িতে, কর্মশালায়, কৃষিখামারে, কারখানায় বা অন্য যে-কোনো উৎপাদন স উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণই হল কর্ম-অভিজ্ঞতা। স্কুল শিক্ষার সকল স্তরে এই অভিজ্ঞতার সংযুক্তি শিক্ষা কমিশন প্রস্তাবিত পাঠক্রমকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। ক্রমে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কমিশন কোনো স্থায়ী পাঠক্রম শিক্ষার কোনো স্তরে নির্দিষ্ট করে দেননি। তাঁরা কেবল মূল কাঠামোটি প্রস্তাব করেছেন মাত্র—শি লক্ষ্যগুলির কথা মনে রেখে। কমিশন বলেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমারেখা প্রসারের সঙ্গে জাতীয় প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে পাঠক্রম রচনা করা উচিত। এই কারণে পা রচনার জন্য কতকগুলি মূল নীতি অনুসরণ করা উচিত—(১) পাঠক্রম গবেষণাভি তথ্যের উপর নির্ধারণ করা উচিত। (২) পাঠক্রম রচনার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কার্য করার জন্য পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সহকারী উপকরণও প্রস্তুত করা উচিত। (৩) পা রচনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেই পাঠক্রম ব্যবহারের প্রস্তুত করা উচিত এবং (৪) পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে কর্মরত অভিজ্ঞ-শিক্ষকদের পরা নেওয়া উচিত।

বয়স্ক শিক্ষা [Adult Education] :

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কমিশনের নিম্নলিখিত সুপারিশ উল্লেখযোগ্য :

(১) প্রতিটি ৫–১১ বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য ৫ বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা কর

(২) ১১–১৪ বছরের শিক্ষার্থীদের যারা শিক্ষাগ্রহণ করেনি বা শিক্ষা শেষ হ আগেই স্কুল ত্যাগ করেছে, তাদের জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা ক

(৩) ১৫–৩০ বছরের বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য আংশিক সময়ের সাধারণ শিক্ষা বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যারা সদ্য সদ্য লেখাপড়া শিখেছে, তাদের আরও এগিয়ে যাবার জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। যারা আংশিক সময়ের শি গ্রহণ করতে পারবে না, তাদের জন্য ডাকযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্ররা মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। স্কুলগুলিতে পাঠাগার প্র হবে। লেখাপড়ার মান বাড়াতে পাঠাগারের গুরুত্ব খুবই।

প্রশাসন :

(১) কমন স্কুল সিস্টেমে দেশের সকল মানুষ যাতে স্বল্পব্যয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এই উন্নতমানের বিদ্যালয়ে অভিভাবকরা শিক্ষার্থী পাঠানোর প্রয়োজন যেন উপলব্ধি করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) সরকারি ও বেসরকারি উভয় শ্রেণির শিক্ষকই সমান সুযোগসুবিধা লাভ করবেন।

(৩) সমান যোগ্যতা ও দায়িত্বসম্পন্ন শিক্ষক একই রকম বেতন পাবেন।

(৩) বিদ্যালয় শিক্ষাকে ধীরে ধীরে অবৈতনিক করে তুলতে হবে।

(৫) কমিশন জেলা স্কুল বোর্ড স্থাপনের সুপারিশ করেন।

(৬) সরকার পরিচালিত ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিচালিত উভয় শ্রেণির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন স্থানীয় প্রতিনিধিযুক্ত কার্যকারী সমিতি।

(৭) শিক্ষক বদলির সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি প্রণয়ন করতে হবে।

সমালোচনা :

কোঠারি কমিশন প্রথম প্রাক্‌প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সব রকম শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সুচিন্তিত সুপারিশ করেছেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার না করে সামগ্রিক দৃষ্টিতে সমস্যাকে বিচার করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ রূপ কল্পনা করেছেন। কমিশনের বিচার্য বিষয় ছিল দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা। তাই স্বাভাবিকভাবেই কমিশনের সুপারিশসমূহ বহু ব্যাপক। শুধুমাত্র আইন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রটি কমিশনের আলোচনার বাইরে ছিল। শিক্ষার কাঠামো, পাঠক্রম, মানোন্নয়ন, পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, বিদ্যালয়গুচ্ছ, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ থাকলেও কোথাও কোথাও দুর্বলতা লক্ষণীয়। যেমন—

(১) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার জন্য অধিকতর বলিষ্ঠ নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল।

(২) ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিভাষা সূত্র শিক্ষার্থীদের উপর অধিক মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে।

(৩) কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠনকালের মধ্যে স্থানীয় কলকারখানা এবং কৃষি খামারে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব বাস্তবসম্মত নয়।

(৪) ডিগ্রি কোর্সকে ৩ এবং ৪ বছরের সাধারণ ও অগ্রবর্তী দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার স্নাতকোত্তর কোর্সকে ২ এবং ৩ বছরে ভাগ করা হয়েছে। এই বৈষম্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে।